

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

শান্তি ভূষণ চাকমা



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখে লাখে মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পরিচালক : ড. সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কলকাতা
 প্রকাশক : শ্রীমতী সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী



শান্তি ভূষণ চাকমা

প্রথম প্রকাশ	: জুন, ২০০২ইং।
প্রকাশক	: শান্তি ভূষণ চাকমা মাকের বস্তি, রাঙ্গামাটি।
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	: বিপ্লব চাকমা পরিচালক, হিরন- মোহন কম্পিউটার্স নিউ কোর্ট রোড, বনরূপা, রাঙ্গামাটি।
স্বত্ব	: গ্রন্থকার শান্তি ভূষণ চাকমা মাকের বস্তি, রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
প্রাপ্তিস্থান	: নিজ বাড়ী শান্তি ভূষণ চাকমা মাকের বস্তি, রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	: বিপ্লব চাকমা পরিচালক হিরন মোহন কম্পিউটার্স, রাঙ্গামাটি
মুদ্রণে	: ডিগনিটি প্রিন্টার্স চট্টগ্রাম।
প্রচ্ছদ ডিজাইন ও কম্পোজ :	খগেন্দ্র চাকমা ও রত্ন জ্যোতি চাকমা হিরণ-মোহন কম্পিউটার্স নিউ কোর্ট রোড, বনরূপা, রাঙ্গামাটি-৪৫০০।

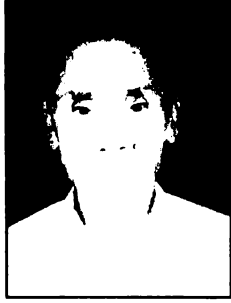
উৎসর্গ

যে পিতা-মাতার অপরিসীম স্নেহ মায়া মমতায় আমার এ
জন্ম জীবন, তাঁদের পূণ্য স্মৃতি সুরণে বৌদ্ধধর্মে গৃহী বিনয়
বিধান ও ধর্মকর্ম বইটি উৎসর্গ করিলাম ।

— গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	বিষয়বস্তু
নিবেদন	৯	৪০	শুরুর প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষা গ্রহণ
গ্রন্থ সূচনা	১৫	৪১	বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন, বুদ্ধ বন্দনা
প্রথম অধ্যায়		৪২	ধর্ম বন্দনা, সংঘ বন্দনা
(উপদেশ পর্ব)		৪৩	আদি শিক্ষা পঞ্চশীল
দুর্লভ বচন	১৮	৪৪	শীল পালনের ফল বর্ণনা
পুনঃ পুনঃ সূত্র	২০	৪৫	শীলাঙ্গ
দেবদূত সূত্র	২০	৪৬	অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল
মানবের চারিটি গুণ, শ্রদ্ধাগুণ	২২	৪৬	উপসথিকের করণীয়
দানগুণ, শীলগুণ, প্রজ্ঞাগুণ	২২	৪৭	উপাসকের দশবিধ গুণ
দ্বিতীয় অধ্যায়		৪৮	অষ্টাঙ্গ সম্মাগতং উপোসথ শীল গ্রহণ
(গৃহী বিনয় পর্ব)			পঞ্চম অধ্যায়
গৃহী বিনয় বিধান	২৪	৫০	নিজ গৃহে মঙ্গল সূত্র শ্রবন বিধি
গৃহীদের প্রতি বুদ্ধের অনুজ্ঞাবলী	২৫	৫১	পরিত্রাণ প্রার্থনা ও মঙ্গল সূত্র শ্রবন
গৃহী প্রতিপদা সূত্র, ত্রিবিধ দায়ক	২৭, ২৮		শ্রবন বিধি
গৃহী জীবনের দশবিধ কুশল কর্ম	২৯	৫৩	পঞ্চশীল গ্রহণ
দশবিধ কুশলে	৩০	৫৬	মৃত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে পূণ্যদান
তৃতীয় অধ্যায়		৫৯	দান উৎসর্গ ও পরিত্রান প্রার্থনা
(পূজা পর্ব)		৬৬	উৎসর্গ, বিবিধ সূত্রপাঠ
পূজার প্রয়োজনীয়তা	৩৩	৭০	কোন দানে কিরূপ ফল হয়
পূজা ও ধর্মীয় জীবন যাপন	৩৫	৭১	পরিশিষ্ট।
পূজা অর্চনা	৩৬		
চতুর্থ অধ্যায়			
(শীল পর্ব)			
শীল পালনের ফল	৩৮		
ত্রিরত্নের প্রতিষ্ঠা	৩৯		
দীক্ষা	৩৯		
দীক্ষা গাঁথা তথা ত্রিশরণ গ্রহণ	৩৯		



বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

"নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স"

নিবেদন

মহাকালের স্রোতে কোটি কল্প কল্পান্তরে বুদ্ধগণ ক্ষণিকের তরে জগতে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বে মানবকুলকে দুঃখ ও দুঃখ মুক্তি এই দুই শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এই ধারা বাহিকতায় এ পর্যন্ত মোট ২৮ জন বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন তন্মধ্যে ২৮তম বুদ্ধ হইতেছেন ভগবান অরহত গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ যাঁর ধর্মের শাসনকাল বর্তমানে চলমান। ইহা উল্লেখ আছে যে, এই গৌতম বুদ্ধের ধর্মের শাসনকাল মাত্র ৫০০০ হাজার বছর বিদ্যমান থাকিবে তন্মধ্যে ২৫৪৬ বছর অতীত হয়ে গেছে আর মাত্র ২৪৫৪ বছর অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহার পর প্রথমে ত্রিপিটক শাস্ত্র, দ্বিতীয় শীলাচার, তৃতীয় মার্গফল, চতুর্থ শ্রামন্যবেশ, পঞ্চম ধাতু অন্তধানের মাধ্যমে এই মুক্তি প্রদায়ক ধর্ম ভব-সংসার হইতে অবলুপ্ত হইবে, মানুষ আর কোন দিন অর্হত ও নির্বান লাভ করতে পারবেনা। অতএব বিশ্ব-মানবকূলের জন্য এই পবিত্র চতুরার্য্য সত্য ধর্মের অবলুপ্তি কত বড় ভয়াবহ ব্যাপার তাহা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নহে।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণ মাত্র অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্মকর্মে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তবে নৈতিক অবক্ষয় যে ঘটেনাই তাহা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায়না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের অবদান এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণ কোন দিন ভুলবেন না তাঁরা হলেন ভদন্ত তিলকানন্দ মহাথেরো, ভদন্ত অগ্রবংশ মহাথেরো, ভদন্ত জবনাতিষ্য মহাথেরো, ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো, ভদন্ত বিমলতিষ্য মহাথেরো, এবং ভদন্ত সাধনানন্দ মহাথেরো, ভদন্ত উঃ চঃ হলা থেরো। ইহা উল্লেখযোগ্য ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো এবং ভদন্ত বিমলতিষ্য মহাথেরো, বৈদেশিক আর্থিক সহায়তায় উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে বনফুল কমপ্লেক্স ঢাকা, মৌনঘর রাঙ্গামাটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে বৈপ্লবিক অবদান রেখেছেন তজ্জন্য পার্বত্য বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের কাছে চির ঋণী হয়ে থাকবেন। দ্বিতীয় যিনি মহাসাধক ও পরম সিদ্ধ

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পুরুষ হিসাবে সর্ব সাধারণের কাছে সর্বাধিক পরিচিত তিনি হলেন শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাশ্রবির । ইহা বাস্তব সত্য ব্যাপার এই যে, এই অনাগারিক মহাসাধক বাল্যকাল থেকে ভাবুক প্রকৃতির, ভরা যৌবনকালে তিনি সংসার বর্জন করতঃ ধনপাতা নামক এক গহীন তপোবনে সুদীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ ধ্যান-সাধনায়রত ছিলেন তাই তিনি সর্ব সাধারণের কাছে বনভান্তে নামে অভিহিত। বলা বাহুল্য অনেকের ধারণা তিনি অর্হত্ব ও নির্বাণ লাভ করিয়াছেন । বর্তমানে রাঙ্গামাটির বুকে ৩২ একর জমি নিয়া তাঁর মহা-প্রতিষ্ঠান বনবিহার । এই সব সনামধন্য ভিক্ষুবর্গের পাশাপাশি বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাশে-কানাশে গড়ে উঠেছে অনেক অনেক বৌদ্ধ মন্দির, যেখানে রয়েছেন অনেক অনেক বিহারাধ্যক্ষ ভিক্ষু যাদেরকে খাট করে দেখার কোন প্রশ্ন উঠে না, কারণ তারাও সদ্ধর্মের উন্নতিকল্পে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

ধর্মীয় ক্ষেত্রের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতি সম্প্রদায়গণ আজ নিজেদের জ্ঞানীশুনী জনদের সম্মান প্রদর্শন করতে শিখেছেন । যার নিদর্শন স্বরূপ বিগত ০৯/০৪/২০০১ ইং তারিখে শিক্ষা,সংস্কৃতি,সাহিত্য ও সমাজ সেবা বিষয়ে সম্মাননা প্রদান যার তালিকা এতদসঙ্গে পেশ করা হইল-

০৯/০৪/২০০১ইং তারিখে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সমাজসেবা বিষয়ে সম্মাননা প্রদানের জন্য গঠিত নির্বাচক কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের তালিকা

ক্রঃ নং	নাম	বিষয়
১।	স্বর্গীয় কোকনদাক্ষ রায় (মরণোত্তর)	সাহিত্য
২।	স্বর্গীয় বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান(মরণোত্তর)	সাহিত্য
৩।	শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	সাহিত্য
১।	শ্রী বিপুলেশ্বর দেওয়ান	শিক্ষা(শিক্ষক)
২।	মিসেস বকুল বাল্য দেওয়ান	শিক্ষা(শিক্ষক)

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

১।	স্বর্গীয় কৃষ্ণ কিশোর চাকমা(মরণোত্তর)	শিক্ষা(শিক্ষা সংগঠক)
১।	স্বর্গীয় যোগেন্দ্র কুমার দেওয়ান(মরণোত্তর)	ক্রীড়া(ফুটবলার)
২।	মিঃ চিংহ্রা মং চৌধুরী(মারী)	ক্রীড়া(ফুটবলার)
১।	মিস প্রীতি রানী চাকমা	ক্রীড়া (এটলেট)
২।	শ্রীঃ অরুণ চন্দ্র চাকমা	ক্রীড়া (এটলেট)
১।	স্বর্গীয় সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা(মরণোত্তর)	সংস্কৃতি(সংগীত শিল্পী)
২।	স্বর্গীয় অং থোয়াই চিং চৌধুরী (অনন্ত) (মরণোত্তর)	সংস্কৃতি(সংগীত শিল্পী)
১।	মরহুম দেলওয়ার দেওয়ান(মরণোত্তর)	সংস্কৃতি(চিত্র শিল্পী)
১।	স্বর্গীয় চুনী লাল দেওয়ান(মরণোত্তর)	সংস্কৃতি(চিত্র শিল্পী)
১।	স্বর্গীয় বিমলেন্দু দেওয়ান(মরণোত্তর)	সংস্কৃতি(সাংস্কৃতিক সংগঠক)
১।	শ্রী রণজিৎ কুমার মিত্র	সংস্কৃতি(নাটক)
১।	মিসেস পঞ্চলতা খীসা	উপজাতীয় বস্ত্রশিল্প
১।	শ্রী সুবিমল দেওয়ান	সমাজসেবা
২।	মিসেস সুদীপ্ত দেওয়ান	সমাজসেবা

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

নমোঃ ত্রিপুরায়

গ্রন্থ সূচনা

বুদ্ধ কে? এবং বৌদ্ধ ধর্ম কি? বুদ্ধ বলিতে লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন অনন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী পরমার্থ মানবকে বুঝায়। বুদ্ধ স্বশরীরে জগতে বিদ্যমান নেই কিন্তু তিনি পারমার্থিকভাবে বিরাজমান। তাই বিশ্ব বৌদ্ধ সম্প্রদায় তার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ পূজা ও প্রদীপ পূজা করে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম বলিতে মানবের ইহ-পারত্রিক মঙ্গল এবং জন্ম জন্মান্তরের অনন্ত দুঃখ হইতে বিমুক্তিতে চির প্রশান্তি নির্বাণ লাভের উপায়কে বুঝায়। নির্বাণ অনুত্তর ইহার উপরে মানবের চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। এবার ধর্ম কাহাকে বলে চারি অপায়ে পতন হইতে যে ধারণ করে এবং স্বর্গ ব্রহ্মা মোক্ষদি প্রাপ্ত করায় তাহাকে ধর্ম বলে। সাধারণতঃ বুদ্ধ ভাষিত, শ্রাবক ভাষিত, দেব ভাষিত, ঋষি ভাষিত ধর্মই ধর্ম। ধর্ম শ্রবণে অশ্রবণে বৈম্য শ্রবনের, শ্রুতি বিষয়ের সংশোধনের অবকাশ লাভ হয়, সন্দেহ তিরস্কৃত হয়, অজাগ্রত কুশল চিত্ত সমুহ জাগ্রত হয়। অনাশায় আশার সঞ্চার হয়, বীর্যবলের উদ্বেক হয়। লীন-চিত্ত কর্ম প্রবন হয় কুশলে প্রসাদ, অকুশলে ভয়োদ্বেক হয়, অকার্য্য কুকার্য্যতায় দ্বিষ্টার এবং সৎকার্য্য প্রবনতায় উৎসাহ উদ্বীপনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

লৌকিক জগত লোকোত্তর জগতের প্রবেশদ্বার স্বরূপ। এই লৌকিক জগতে বুদ্ধযুগে অগণিত লোক, বুদ্ধের পদাঙ্ক এবং বুদ্ধের প্রদর্শিত দুঃখ মুক্তির পথ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরনে জন্ম জন্মান্তরের অন্তসাধন করতঃ লোকোত্তর নির্বাণ লাভ করিয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

ঋষিগণ সত্য দ্রষ্টা, তাঁরা মানবের দুই মাংস চক্ষু ছাড়া ধ্যাণ জ্ঞান-সাধনা প্রভাবে অন্য একটি চক্ষু লাভ করে থাকেন যাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেত্র। মহাসাধক গৌতম উরুবেলায় বোধিদ্রুম মূলে একরূপ একটি জ্ঞাননেত্র লাভ করেছিলেন, যে জন্য তিনি ভগবান অরহত সম্যক সম্মুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। বুদ্ধ স্বয়ং নিজ মুখে বলেছেন, আমি লৌকিক ও লোকোত্তর এই দুই জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরিশুদ্ধ দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পায় জীবগনের গতি ও পরিনতি, মৃত্যুর পর কে কোথায় জন্ম গ্রহণ করিতেছে এবং কেন করিতেছে আর কিরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে। আর আমি ইহাও দেখতে পায় কেহ স্বর্গে, কেহ ব্রহ্মলোকে, স্ব স্ব কর্মফলের উত্তরাধিকার হয়ে জন্ম নিতেছে। আবার অনেকে অহর্ন্ত ও নির্বাণ লাভ করিতেছে। তিনি বলেন কর্মফল অচিন্তনীয়, জগতে কর্মই শ্রেষ্ঠ।

জগতের সমস্তই সবাই কর্মের অধীন। মহামানব গৌতম জগত ও জীবন সম্পর্কে মৌল প্রশ্ন তার সমাধান অর্থাৎ জগতের আদি সত্তাও পরম সত্য কি? সেই সত্যের সন্ধান লাভ করিতে গিয়া যে মহা সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হন তাহা হলো প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্ম বা কার্য্যকারণ প্রবাহ। তিনি বলেছেন যিনি এই প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্ম্মে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবেন তিনি হবেন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তিনি যে, প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্ম্ম বা কার্য্যকারণ প্রবাহের সন্ধান লাভ করেন তার মর্ম্মমূলে রয়েছে চারি আর্য্যসত্য যথা দুঃখ আর্য্য সত্য দুঃখ সমুদয়ের কারণ আর্য্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্য্য সত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য্য সত্য যা দিয়ে তিনি প্রবর্তন ও প্রচার করেন বিশ্ব বিখ্যাত মানব ধর্ম্ম “বৌদ্ধধর্ম্ম” নিম্নে এ ব্যাপারে কিছু বিশ্লেষণ দেওয়া হইলঃ-

১। মহাসাধক গৌতম যেই প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্ম বা কার্য্যকারণ প্রবাহের সন্ধান লাভ করেন তাহার মধ্যে রয়েছে দুইটি নীতি (এক) অনুলোম নীতি (দুই) প্রতিলোম নীতি। অনুলোম নীতির মর্ম্মার্থ হচ্ছে ইহা হইলে উহা হয়, উহার উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি। প্রতিলোম নীতির মর্ম্মার্থ হচ্ছে ইহা না হইলে উহা হয় না। উহার নিরোধে ইহার নিরোধ। এই অনুলোম ও প্রতিলোম নীতি দুইটির সঙ্গে যুক্ত দুই দুই আর্য্য সত্য যথাক্রমে (এক) দুঃখ আর্য্য সত্য ও দুঃখ সমুদয়ের

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

কারণ আর্য্য সত্য,(দুই) দুঃখ নিরোধ আর্য্য সত্য, দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য্য সত্য। এই অনুলোম নীতিই হচ্ছে জীবের জন্মচক্র ও ভবচক্র, যেই চক্রে বিশ্বের জীবকূল অনাদি অনন্তকাল বিঘূর্ণিত হইতেছে। ইহার মূল স্তম্ভ হচ্ছে অবিদ্যা। যতদিন জীব বা মানুষ চতুরার্য্য সত্যের অননুবোধে নিমজ্জিত থাকিবে ততদিন অবিদ্যা এবং তার দুই সহচর তৃষ্ণা ও কর্ম থাকিবে, ফলে জীবের জন্ম জন্মান্তর ও চলতে থাকিবে পক্ষান্তরে মুক্তিকামী মানুষ যেদিন প্রজ্ঞা তথা চতুরার্য্য সত্য জ্ঞান লাভ করবে, সেই দিন অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও কর্ম বিদূরিত হবে এবং মুক্তিকামী মানুষ জন্ম নিরোধে চির প্রশান্তি নির্বাণ লাভ করবে।

আমরা যারা গৃহী কামভোগী সত্ত্ব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ, আমাদের মুক্তি লাভের উপায় কি? সহজ কথায়, দশ কুশল কর্মপথ, যাহা সংসার বন্ধনে থাকিয়া এই পথে অনুগামী হওয়া যায়। এই দশ কুশল কর্ম পথ হচ্ছে দান, শীল, ভাবনা, সম্মান, সেবা, ধর্ম শ্রবণ, ধর্ম দেশনা, পূণ্যদান, পূণ্যানুমোদন এবং সত্য জ্ঞান সঞ্চয়। পূন্যবর্তী বিশাখা, ধর্মরাজ, অশোক, রাজা বিম্বিসার, গৃহী সুদত্ত এই পথে অনেক পূণ্য সঞ্চয় ও সত্য জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম মানব ধর্ম। বুদ্ধই মানুষকে বড় করে দেখেছেন, বড় করে তুলেছেন। মানুষ দীন দৈব্যাধীন নহে তাহা তিনি প্রমাণ করেছেন। মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে তিনি নিজেকে দেব ব্রহ্মার নমস্য বুদ্ধত্বে উন্নীত করেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম চিত্ত প্রধান ধর্ম এই চিত্ত যেমন কাম-ভব-বিভব তৃষ্ণায় আসক্ত হয়ে মানুষকে জন্ম জন্মান্তরের পথে নিয়ে যায় তেমনি সেই চিত্তই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে পরিচালিত হয়ে জন্ম জন্মান্তরের অন্তসাধনে মানুষকে অর্হত ও নির্বাণ মার্গে অধিগমন করে ইহাই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র যে জন্য বুদ্ধের অন্তিমবানী চিত্তের প্রমাদ ধ্বংসের পদ অপ্রমাদ অমৃতের পদ আর এই অপ্রমাদই হইল নির্বাণ।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

প্রথম অধ্যায়

উপদেশ পর্ব

দুর্লভ বচন

মহাকারুনিক ভগবান বুদ্ধ গন্ধ কুটি আলিন্দে উপবেশন করিয়া হস্ত- পদ প্রক্ষালনান্তর পাদপীটে দাঁড়াইয়া ভিক্ষু সংঘকে প্রত্যহ এই উপদেশটি দিতেন- হে ভিক্ষুগণ প্রমাদ মৃত্যুর পদ এবং অপ্রমাদই অমৃতের পদ, অতএব তোমরা অপ্রমাদের সহিত আপন কণ্ঠব্য সম্পাদন করিবে। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ৪৫ বছর যাবৎ ধর্ম প্রচারকালে বহু পর্যায়ে অপ্রমাদের এই অমূল্যবাণী প্রচার করিয়া জীবকুলকে সাবধান করিয়াছেন।

বুদ্ধ বলিতে লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন অমোঘ এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবকে বুঝায়। তিনি তাঁর মহান ধর্ম প্রচারকালে কতিপয় অমোঘবাণী ও দুর্লভ বচন প্রচার করিয়াছেন -তৎসমুদয়ের প্রতি প্রত্যেক মানবের অবহিত হওয়া একান্ত কর্তব্য।

বুদ্ধ বলেছেন জগতে বুদ্ধ উৎপত্তি বড়ই দুর্লভ। বুদ্ধরূপ জ্ঞান সূর্যের উদয় না হইলে- জাগত মোহন্ধকারে যখন আবৃত থাকিত এবং জীবকূল ও সর্বজ্ঞতা- জ্ঞানের অভাবে তাহা ভেদ করিতে না পারিয়া- নির্বাণ প্রদায়ক পুণ্য সম্পদন করিতে পারিত না। চারি আর্য্য সত্য জ্ঞান, মার্গ-ফল জ্ঞান, ও শমর্থ - বিদর্শন ভাবনা জনিত যেই পুণ্য বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে এবং বুদ্ধের শাসনের অবিদ্যামানে সেই নির্বাণ প্রদায়ক সত্য ধর্ম লাভ করা সম্ভব হতো না তদ্ব্যতীত সেই সময়কে অক্ষন তথা অসময় বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভগবান বুদ্ধ বলেছেন প্রবজ্যা বড়ই দুর্লভ। সংসার জীবন নানা বাধা বিঘ্ন সংকুল তাই সংসারে থাকিয়া দুঃখ মুক্তি ও নির্বাণ লাভ সম্ভব নহে। প্রবজ্যা উন্মুক্ত আকাশের মত উদার প্রবজ্যা -উপসম্পদা, স্থবির-মহাশুবির-এই পথে আর্য্য শ্রাবকগণ আর্য্য অষ্টমার্গফল লাভ করিয়া সর্দ্ধমের লক্ষ্য নির্বাণ মার্গে উপনীত হন। এজন্য প্রবজ্যা বড়ই দুর্লভ। তৃতীয় বুদ্ধ বলেছেন, অষ্ট অক্ষন যথা,

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

চারি অপায়, অরূপ ও অসংজ্ঞ ব্রহ্মলোকে জন্ম লাভ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে বিকলাংগতা, অধর্ম বহুল প্রত্যন্ত দেশে জন্ম লাভ এবং দারুণ মিথ্যা দৃষ্টি ও অবুদ্ধকালে জন্ম লাভ না করিয়া যিনি বুদ্ধের শাসনকালে পূর্ণাঙ্গ দেহ নিয়া জন্ম লাভ করিয়াছেন। সেই মানব জন্ম বড়ই দুর্লভ। সৃষ্টির জগতে মানব জন্মই শ্রেষ্ঠ, কারণ মানুষ খুবই মননশীল এবং যুক্তিবাদী তাই একমাত্র মানুষই বুদ্ধের প্রদর্শিত আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ পথ অনুসরণে সদ্ধর্মের লক্ষ্য নির্বাণ লাভ করিতে সক্ষম। চতুর্থতঃ বুদ্ধ বলেছেন- সদ্ধর্ম শ্রবণ বড়ই দুর্লভ। একজন অষ্ট অক্ষন বিনিমুক্ত মানুষ পরম সৌভাগ্যবান কারণ মানবের অসাধ্য বলিয়া কিছুই নেই। মানুষ ইচ্ছা করিলে রাজাধিরাজ, দেবাদিদেব এমনকি জগতের একান্ত দুর্লভ সম্যক সম্বুদ্ধত্ব তাহাও তাহার আয়ত্নাধীন। আর যদি অধোগতির চরম সীমা লাভের ইচ্ছা করে সর্বনিশ্চয় অবাচি নরক লাভে ও অপটু নহে। পঞ্চমতঃ বুদ্ধ বলেছেন- জগতের সকল প্রাণী কর্মের অধীন এবং সবায় কর্মফল ভোগী সত্ত্ব। কর্মই মানুষকে বিভাজন করে উচ্চ-নীচতায়। কর্মই একমাত্র স্বকীয় এবং আপন তাই জগতে কর্মই শ্রেষ্ঠ, প্রাণীগণ কর্মেরই নিয়ামক। ষষ্ঠতঃ বৌদ্ধ ধর্ম মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে নীতি প্রধান এবং প্রজ্ঞা পরিশাসিত ধর্ম। সংযম সাধনায় শ্রেষ্ঠ সাধনা। যিনি স্বচিন্তকে শাসন-দমন করিয়া বুদ্ধের নির্দেশিত আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে পরিচালনা করিয়া লৌকিক ও লোকান্তর সম্যক দৃষ্টি বা প্রজ্ঞা লাভ করিতে সক্ষম হন তিনিই অর্হত ও নির্বাণ লাভী বলিয়া কথিত। এইরূপ ব্যক্তিকে পরমার্থ মানব বলা হয়। কারণ নির্বাণ পরমার্থ। অতএব নিজেকে পরমার্থ মানবে পরিণত করায় হল বৌদ্ধধর্মের সকল সাধন ব্রতের মূলমন্ত্র। এখানে মানব জীবনের করণীয় কর্তব্য সম্পাদন ও জন্মের স্বার্থকতা। জগতের অদ্বিতীয় মহামানব বুদ্ধ লৌকিক ও লোকান্তর এই দুয়ের সন্ধিপথে দাঁড়িয়ে পরিশুদ্ধ দিব্য দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অনন্ত পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুর পর মানব জন্ম লাভ করে তাহাদের সংখ্যা হইল আমার নখাগ্রে গৃহিত বালুকার পরিমাণই আর যাহারা অপায়ে পতিত হয় তাহাদের সংখ্যা এই মহা পৃথিবীর পরিমাণই। তদ্বৎ তিনি বিশ্ব মানবকুলকে এই উপদেশ দান করিয়াছেন যে, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত আমরা অপ্রমাদের সহিত বাস করি। এবার বুদ্ধের উপদেশ পূর্ণ নিশ্চয়ের কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করা হইল:-

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পুনঃ পুনঃ সূত্র

কৃষকগণ পুনঃ পুনঃ ক্ষেত্র কর্ষণ করে, বীজ পুনঃ পুনঃ বপন করে, মেঘ পুনঃ পুনঃ বারি বর্ষণ করে, মাঠ হইতে ধান্য পুনঃ পুনঃ আনীত হয়। যাচকগণ পুনঃ পুনঃ যাঞ্জা করে, দানপতি পুনঃ পুনঃ দান করে। দানপতি পুনঃ পুনঃ দান দিয়া স্বর্গে উপনীত হন। দুগ্ধাখিগণ পুনঃ পুনঃ গো দহন করে বাছুর পুনঃ পুনঃ মাতার নিকট উপস্থিত হয়। দেব-নরগণ পুনঃ পুনঃ ক্লেশ পায় ও অষ্ট লোক ধর্মে বিচলিত সাথে। থাকে দুঃখি পরায়নগণ পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ করে পুনঃ পুনঃ শিশুশানে নিয়ে যায়। নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভবে ভবে গমন ও আগমন চলতে থাকে। মহাজ্ঞানীগণ পুনঃ পুনঃ জরা মরণ দুঃখ উৎপাদন না করিয়া জন্ম জন্মজন্মান্তরে অন্তসাধন করেন।

দেবদূত সূত্র

ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথ পিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করিয়া সময় একদা তিনি ভিক্ষু সংঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- হে ভিক্ষুগণ, আমি লৌকিক ও লোকোত্তরের সন্ধি পথে অবস্থান করিয়া মানব চক্ষের অতীত বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষে সম্যকরূপে দেখিতে পায় প্রাণীগণের কর্মের গতি ও পরিণতি। কোন প্রাণী কোন কর্মে, হীন ও শ্রেষ্ঠ, সুশ্রী ও বিশ্রী হয়, সুগতি ও দুর্গতি পরায়ন হয়, কার কখন মৃত্যু হইতেছে, মৃত্যুর পর কে কোথায় জন্ম নিতেছে এবং উৎপত্তি স্থলে কে কিরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। ইহাও আমি বিশেষভাবে দেখিতে পাইতেছি যে, ইহ জগতে মানবগণ কায়-মনকাব্যে ত্রিরত্নের আশ্রয়ে কুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া স্বর্গে ও মনুষ্যকূলে জন্ম ধারণ করিতেছে আর যাহারা আর্য্য নিন্দুক, পাপী মিথ্যা দৃষ্টি পরায়ন, সদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল নহে, পিতামাতা ও গুরুজনের সেবা পূজা করেনা অগৌরব করে, তাহারা মৃত্যুর পর নরক প্রেত, অসুর ও পশুকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

পাপীগণ নিরয়ে গমন করে, নিরয়পাল তাহাকে যমরাজের নিকট নিয়া যায়। যমরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এত পাপ করিলে কেন? পাপী বলে ধর্ম্মাবতার আমি বুঝতে পারি নাই। তখন যমরাজ বিস্ময়ের সুরে বলে কি আশ্চর্য্য

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

তুমি প্রথম দেবদূতের দর্শন পাও নাই। পাপী বলে না। যমরাজ বলে কেন, তুমি কি মানবকূলে দুঃখপোষ্য শিশুকে শয্যাসায়ী হয়ে মলমূত্রে লিপ্ত হইয়া থাকিতে দেখ নাই। পাপী বলে হ্যাঁ দেখিয়াছি। তাহাকে দেখিয়া তুমি কি চিন্তা কর নাই জন্মে জন্মে এই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যমরাজ তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি দ্বিতীয় দেবদূতের দর্শন পাও নাই। পাপী বলে না ধর্মাবতার। কেন, তুমি কি জরাজীর্ণ, যষ্টি পরায়ন বৃদ্ধ, দন্তহীন পঙ্ককেশ, অস্তি চর্মসার, বার্বক্য পীড়িত লোক দেখ নাই। পাপী বলে হ্যাঁ দেখিয়াছি। তাহলে তুমি কেন চিন্তা কর নাই। তোমার ও এই দশা হইবে। পাপী বলে ধর্মরাজ আমার ভুল হইয়াছে। যমরাজ পাপীকে আবার জিজ্ঞাসা করে, তুমি মনুষ্য লোকে তৃতীয় দেবদূতের দর্শন পাও নাই। পাপী বলে না দেব। যমরাজ বলে কেন? তুমি মনুষ্যদের মধ্যে ব্যাধিগ্রস্থ স্ত্রী পুরুষগণকে শয্যা শায়িত অবস্থায় স্বীয় মলমূত্রে অবস্থান করিতে দেখ নাই। পাপী বলে তাও দেখিয়াছি। তাহলে তোমার ও যে এই দশা হবে তাহা চিন্তা কর নাই। অতঃপর যমরাজ বলেন তুমি চতুর্থ দেবদূতকে দেখ নাই। পাপী বলে না দেব। যমরাজ বলে কি আশ্চর্য্য! মানুষদের মধ্যে চোরকে ধরিয়া রাজ পুরুষগণ রাজ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে কি তুমি দেখ নাই। পাপী বলে তাও দেখিয়াছি। তাহলে তুমি এত কিছু দেখিয়াও তুমি কেন কায়মনবাক্যে পুণ্য কর্ম কর নাই। কেন তুমি প্রমোদিত হইয়া এতসব পাপ কর্ম করিয়াছ। পাপ কর্ম করিলে পাপের শাস্তি পেতে হয়, তাহা তুমি জান না। যমরাজ এবার পাপীকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি পঞ্চম দেবদূতের দেখা পাও নাই। পাপী বলে না। কেন তুমি মনুষ্য লোকে স্ত্রী পুরুষের মৃতদেহ ভীষণ দুগন্ধযুক্ত, পুঁজ বাহির হইতেছে এরূপ দৃশ্য দেখ নাই। পাপী বলে ধর্মাবতার তা দেখিয়াছি। তাহলে তুমি এই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেন কল্যাণ ধর্ম আচরণ কর নাই। তুমি এতকিছু দেখার পরও প্রমাদগ্রস্থ হইয়া এত পাপ করিয়াছ। তাই এই পাপ কর্মের ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। হইার পর যমরাজ নীরব হন।

তারপর নিরয়পালগণ পাপীর দুই করতলে দুই পদতলে এবং বক্ষস্থলে প্রজ্জ্বলিত লৌহশূল বিদ্ধ করিয়া আবদ্ধ করে দেয় নারকী বর্ণনাতে দুঃসহ দুঃখ বেদনা অনুভব করিতে থাকে কিন্তু পাপ কর্মের ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাতেও তাহার মৃত্যু ঘটে না। ইহাই হইল বৌদ্ধ ধর্মের কর্মফলের অমোঘ বিধান।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

মানবের চারিটি গুণ

বুদ্ধ বলেছেন এ জগতে চারিটি গুণের দ্বারা মানবের হই-পরকালের মহা মঙ্গল সাধিত হয়। এই চারিটি গুণ হইতেছে (১) শ্রদ্ধাগুণ (২) শীল গুণ (৩) দান গুণ (৪) প্রজ্ঞা গুণ। যে ব্যক্তি ত্রিশরণগত হয়ে এই চারিটি গুণের বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম তিনি নিঃসন্দেহে এক মহৎ ব্যক্তি। এই চারিটি গুণের দ্বারাই মানবত্বের বিকাশ সাধিত হয়।

শ্রদ্ধাগুণ

কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করার নামান্তরই শ্রদ্ধা। শীলবানগণকে দর্শনের ইচ্ছা সধর্ম্ম শ্রবণের ইচ্ছা, মাৎস্যর্য ময়লা ত্যাগের ইচ্ছা যাহার হয়, তাহাকে শ্রদ্ধাবান বলে। শ্রদ্ধা চারি প্রকার। যথাঃ-

(১) আগম শ্রদ্ধাঃ- বোধিসত্ত্বগণের বুদ্ধত্ব প্রার্থনার সময় হইতে বুদ্ধত্ব লাভ না করা পর্যন্ত যে শ্রদ্ধা অবিচলিত থাকে তাহাকে আগম শ্রদ্ধা বলে।

(২) অধিগম শ্রদ্ধাঃ- যে অচক্ষল শ্রদ্ধার দ্বারা অষ্ট অরিয় পুদগলগণ নবলোকোত্তর ধর্ম্ম লাভ করেন তাহাকে অধিগম শ্রদ্ধা বলে।

(৩) অবকল্পন শ্রদ্ধাঃ- বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘ বলিতে শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই মানুষ যে শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত হয় তাহাকে অবকল্পন শ্রদ্ধা বলে।

(৪) পসাদ শ্রদ্ধাঃ- সদ্ধর্ম্মের প্রতি প্রসন্নতা উৎপাদনই পসাদ শ্রদ্ধা।

দান গুণ

দানে কৃপনতা দূর হয়। চিত্ত প্রসারিত হয়। দান কার্য্য সম্পাদনে তিনটি চেতনা থাকার প্রয়োজন যথা পূর্ব চেতনা, মুঞ্চন চেতনা ও অপর চেতনা। দানীয় বস্তু ইত্যাদি সংগ্রহের সময় যেই চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব চেতনা, দান দেওয়ার সময় যে চেতনা থাকে তাহা মুঞ্চন চেতনা আর দান দেওয়ার পর পূর্ণ্যানন্দ ময় যেই চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহা অপর চেতনা। উল্লেখযোগ্য বোধিসত্ত্বগণ, রাজ্য ধন,

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন কি নিজের জীবনদান দিয়া দান পারমী পূর্ণ করিয়া থাকেন । ধর্ম্মরাজ অশোক বুদ্ধ শাসনে পুত্র কন্যা দান দিয়া দায়াদ হইয়াছেন।

শীল গুণ

শীল অর্থ চরিত্র, শীল অর্থ সুরক্ষা, শীল অর্থ প্রতিষ্ঠা। যাহার শীল নাই তাহার চরিত্র নাই, যাহার শীল নাই, সে পাপ অকুশল ধর্ম্ম হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, যাহার শীল নাই সে বৌদ্ধ ধর্মের কুশল মঙ্গল ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নহে। যেখানে শীল নেই সেখানে সমাধি নেই, যেখানে শীল নেই, সেখানে প্রজ্ঞা নেই। এইভাবে শীল হচ্ছে সর্ব গুণের आधार, পবিত্র জীবনের ভিত্তি বৌদ্ধ ধর্মের মূল। শীল হইতেছে বিনয় বিধান, যেখানে বিনয় নেই সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম নেই । এক কথায় শীলগুণ অবর্ণনীয়। শীলই ধর্ম জীবনের ভিত্তি, শীলের শিক্ষা আদি কল্যাণ।

প্রজ্ঞা গুণ

যেই বুদ্ধিমান গৃহী জগতের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশের অবিরাম প্রবাহ বিষয়ে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুঃখ হইতে ত্রান পাইবার জন্য সচেষ্ট থাকে, তাহাকে প্রজ্ঞা গুণ বলে। প্রজ্ঞা সবার শীর্ষে, প্রজ্ঞা দ্বারাই মুক্তিকামী বিদর্শকগণ অনন্ত প্রশান্তির आधार নির্বাণ লাভ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

দ্বিতীয় অধ্যায়

(গৃহী বিনয় পর্ব)

গৃহী বিনয় বিধান

অমিত প্রভাবশালী ত্রিলোকগুরু, ভগবান গৃহীদের ইহ পারিত্রিক মঙ্গলের জন্য যে নীতি গুলি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কতকগুলি নীতি সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল। যিনি এই গৃহী বিনয় বিধানগুলি কায়-মন বাক্যে ধারণ ও পালন করিবেন, তিনি ইহলোকে বিজয় সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন। মৃত্যুর পর উদ্ধতন লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দিব্য সুখের অধিকারী হইবেন এবং অন্তিমে পরম শান্তিময় নির্বাণের অধিকারী হইবেন।

সদাচারই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের ভিত্তি, ইহাকে বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয় শীল, ত্রিপিটকে বলা হইয়াছে বিনয় বিধান। শীল ও বিনয় বিধান বৌদ্ধ ধর্মের মূল আধার, এই দুইটি ছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম অচল। বৌদ্ধধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে, বিনয় বিধানকে বলা হইয়াছে, বৌদ্ধধর্মের পরমায়ু, যতদিন বিনয় থাকিবে ততদিন বৌদ্ধ ধর্ম ও থাকিবে। পক্ষান্তরে যতদিন মানুষ সং চরিত্রের অধিকারী হইবে, ততদিন মানুষ অমানুষ বলিয়া গন্য হইবেন না। শীল বিশুদ্ধ জীবনের ভিত্তি ইহা মানব জীবনে বয়ে আনে আদি কল্যাণ। শীল মানুষকে অকুশল কর্মপথ হইতে ফিরাইয়া দশ কুশল কর্মপথে পরিচালনা করে। অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘ যেমন বৌদ্ধ ধর্মের বিনয় বিধানের ধারক ও বাহক, তেমনি উপসক- উপাসিকা, দায়ক- দায়িকাগন ও বিনয় বিধানের ধারক ও বাহক। অতএব সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি জায়িত্ব নির্ভর করে।

ভগবান তথাগত বুদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্মের বিনয় বিধানে ভিক্ষুদের জন্য ২২৭টি, ভিক্ষুনীদের জন্য ৩১১টি, গৃহীদের জন্য ৫টি এবং উপাসক-উপাসিকাদের জন্য ৮টি শীলের বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন, যে গুলি অবশ্যই পালনীয়। বলা বাহুল্য এই শীল বিশুদ্ধির উপরই মানুষের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। এই সুন্দর পৃথিবীতে গত যুদ্ধ বিগ্রহ, ভয়, উপদ্রব ও অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহার মূল কারণ হইল

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পাঁচটি। যথা- প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যাভিচারী, মিথ্যাকথা বলা ও মাদক আসক্তি। বুদ্ধ বিশ্বের মানবকুলের মঙ্গলার্থে এবং গৃহীদের সুখশান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য পঞ্চশীলের প্রবর্তন করিয়াছেন। এই শীল পালনে মানুষের যেমন অর্থের প্রয়োজন হয় না। তেমনি বার বার শীল গ্রহণের ও প্রয়োজন নেই।

একবার শীল গ্রহণের পর তাহা অখন্ড ও বিশুদ্ধভাবে পালন করাই হলো শীল পালনের বিধান। তথাগত বুদ্ধ পঞ্চশীল পালনের বিধানসহ, গৃহীদের প্রতি যে একুশটি অনুশাসন প্রদান করিয়াছেন নিম্নে সেগুলি বর্ণিত হইল।

গৃহীদের প্রতি বুদ্ধের অনুজ্ঞাবলী

১। প্রাণী হত্যা করিবেন না এবং তাহার কারণ ও হইবে না। প্রাণী হত্যাকাজে কায়িক-বাচনিক-মানসিক এই ত্রিবিধ উপায়ের কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না।

২। কাহারও একখানা সূত্র নাল পর্যন্ত চৌর্য চিহ্নে গ্রহণ করিবেন না এবং চুরি কার্য্যে কাহাকেও নিয়োজিত ও সাহায্য করিবেন না।

৩। সম্মতি বা অসম্মতিতে পরস্পর, কন্যা ও পুরুষের সহিত কাম সেবন করিবেন না।

৪। প্রানান্তে ও মিথ্যা কথা বলিবেন না, তদ্বিষয়ে কাহাকেও নিয়োজিত বা সাহায্য করিবেন না। হাসিবার জন্য মিথ্যা কথা বলা অবিধেয়।

৫। সুরাগাজা, আফিং ভাঙ, প্রভৃতি, নেশা সেবন করিবেন না এবং তদ্বিষয়ে কাহাকে নিয়োজিত ও সাহায্য করিবেন না।

৬। কর্কশ, ভেদ, ঠাট্টা ও বিদ্রূপ বাক্য বলিবেন না। অন্যায় পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোন বিচার কাজ করিবেন না। প্রতিহিংসা বশতঃ কাহার ও ক্ষতি করিবেন না ভ্রমেও কোন পাপ কর্ম করিবেন না।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

৭। তাস পাশা জুয়া জাতীয় যত প্রকার ক্রীড়া আছে তৎ সমুদয় সর্ব্বতো ভাবে ত্যাগ করিবেন। ধূর্ত দুশ্চরিত্র, নেশাখোর জুয়াচোর প্রবঞ্চক দুঃসাহসিক পাপীদের সঙ্গে মেলামেশা করিবেন না।

৮। করণীয় কর্তব্য সম্পাদনে সদা সচেষ্ট থাকিবেন এবং অলসতা পরিহার করিবেন।

৯। কৃপনতা ত্যাগ করিয়া মিতব্যয়ী হইবেন। নিজ হইতে অধিক জ্ঞানী ও নীতিবান ব্যক্তিগণের সহিত মেলামেশা করিবেন।

১০। সর্ব্বদা পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবেন, সর্ব জীবের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইবেন, সদুপদেশদানও হিত সাধনে রত থাকিবেন।

১১। ভয়াত্তকে আশ্রয়দান করিবেন। আপদে বিপদে বন্ধুকে ত্যাগ না করিয়া সাহায্য করিবেন। যে কোন আপদ বিপদের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন।

১২। পূর্ব্বদিক রূপী পিতামাতা তাদের বার্ষিক্যে ও অসহায় অবস্থায় ভরণ পোষণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করিবেন কদাচ অবহেলা করিবেন না।

১৩। কুলের সদাচার ও মর্যাদা রক্ষা করিবেন এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন ও পুত্রগণকে বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার করিবেন।

১৪। দক্ষিণ দিকে আচার্য্য ও শিক্ষকগণকে প্রণাম করিবেন, তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবেন এবং সম্ভব হইলে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করিবেন।

১৫। পশ্চিমদিক রূপী ভার্য্যপ্রতি যথাযথ সম্মান ও ভদ্রোচিত বাক্য ব্যবহার করিবেন। তাহার প্রতি মমতাশীল হইবেন। স্ত্রী সর্ব্বদা প্রতি পরায়ন হইবেন। স্বামীর বিষয় সম্পত্তির সুরক্ষা করিবেন।

১৬। উত্তরদিক রূপ আত্মীয় স্বজনকে প্রয়োজন বোধে, যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিবেন। তাহাদের প্রতি প্রিয় ব্যবহার করিবেন।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

১৭। অধোদিকরূপ কর্মচারীদের উপযুক্ত আহার ও পারিশ্রমিক দিবেন। কর্মচারী ও সর্বদা মনিবের উপকার করিতে সচেষ্ট থাকিবে। প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবে।

১৮। উর্দ্ধদিক রূপী, ভিক্ষু সংঘকে ভক্তি সহকারে সেবা, পূজা ও অন্ন বস্ত্র, দান করিবেন। তাহাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন না। নিজে ধর্ম শ্রবণ ও ধর্মালোচনা করিবেন এবং অপরকে উৎসাহিত করিবেন। যথাযথভাবে চারিদান প্রত্যয় দানে সচেষ্ট থাকিবেন।

১৯। পঞ্চমী, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়া বিহারে গিয়া, উপোসথ শীল গ্রহণ ও পালন করিবেন। দৈনিক কম পক্ষে, দুই বার ত্রিরত্নের বন্দনা করিবেন।

২০। জীবনে কদাচ মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা অর্হৎ হত্যা বুদ্ধের রক্তপাত ও সংঘভেদ করিবেন না। আর প্রাণী, বিষ, অস্ত্র, নেশা, দ্রব্য, মাংস ব্যাবসা করিবেন না। মনে মিথ্যা দৃষ্টিভাব উদয় হইতে দিবেন না। সদ্ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচার করিবেন না।

২১। দান, শীল, ভাবনা, সম্মান, সেবা, ধর্মশ্রবণ ধর্মদেশনা, পূণ্যদান, পূণ্যানুমোদন এবং সত্য জ্ঞান সঞ্চয় এই দশ কুশল কর্ম পথে জীবনকে পরিচালনা করিতে সচেষ্ট থাকিবেন।

যাহারা এই নীতি গুলি শ্রদ্ধা সহকারে পালন করিবেন তাহারা চারি অপায়ে জন্ম পরিগ্রহণ করিবেন না। পরম সুখ শান্তিময় উর্দ্ধলোকে তাহাদের গতি সুনিশ্চিত।

গৃহী প্রতিপদা সুত্র

একদা বুদ্ধের প্রবীন দায়ক সুদত্ত গৃহপতি, অনাথ পিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী জেতবন বিহারে উপস্থিত হইয়া ভগবান বুদ্ধকে অভিবাদান্তর একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান তাহাকে এইরূপ চারিটি উপদেশ দিলেন। হে গৃহপতি, গৃহীগণ,

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

বুদ্ধের শাসনে স্বর্গ সম্পত্তি ও যশকীর্তি লাভের জন্য নিম্নের চারিটি বিষয় পূর্ণ করিয়া থাকেন:-

- ১। চীবরদান দিয়া সেবা করেন।
- ২। ভিক্ষু সংঘকে আহার দান দিয়া সেবা করেন।
- ৩। ভিক্ষু সংঘকে শয্যাসন দান দিয়া সেবা করেন।
- ৪। ভিক্ষু সংঘকে ভোষাজ্যাদি দান দিয়া সেবা করেন।

সুতরাং এই চারিটি বিষয়কে আমি গৃহীদের পক্ষে স্বর্গ ও যশ কীর্তি লাভের পত্ৰ বলিয়াই বলিতেছি। বুদ্ধ বলেছেন উর্বর ক্ষেত্রতুল্য অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘ সুদক্ষ কৃষক তুল্য শ্রদ্ধাবান দায়ক, পরিপুষ্ট বীজ সদৃশ উৎকৃষ্ট দানীয় সামগ্রী, দান করিলে অপ্রমেয় পুণ্য লাভ হয়।

ত্রিবিধ দায়ক

দানের অবস্থা ভেদে দায়ক তিন প্রকার। যথা:- দান দাস, দান সহায়, দানপতি।

১। দান দাস:- যে নিজে ভাল খায়, অপরকে খারাপ খেতে দেয় তাহাকে দান দাস বলে।

২। দান সহায়:- যে নিজে যেমন খায়, অন্যকেও তেমন খেতে দেয় তাহাকে দান সহায় বলে।

৩। দানপতি:- যে নিজে কোন রকমে জীবন যাপন করে কিন্তু দানের বেলায় উৎকৃষ্ট দান করে তাহাকে দান পতি বলে।

বিঃদ্রঃ দায়ক মাত্রই চিন্তা করা উচিত, আমি কোন শ্রেণীর দায়ক হিসাবে দানকার্য সম্পাদন করিব বা করিতেছি।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

গৃহী জীবনে দশ বিধ কুশল কর্ম

কর্ম কিরূপে সম্পাদিত হইয়া মানুষের জীবনকে সুখময় করে ইহা জানিতে কুশলের পক্ষে অষ্ট কামাবচর কুশল চিন্তের চেতনার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এই চিন্তাগুলি চিন্তা নীতিতে জবন জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে কর্মরূপ বা ধারণ করে। দান শীল ভাবনা, অপচরণ, সেবা পূণ্যদান, পূণ্যানুমোদন, ধর্ম শ্রবণ, ধর্ম দেশনা ও সত্য জ্ঞানাদ্রেকতা এই দশবিধ কুশল পথেই কায়-বাক্য-মন দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয়।

কামাবচর কুশল চিন্তা বাস্তবিক পক্ষে একটি মাত্র চিন্তা কিন্তু বেদনা, জ্ঞান ও সংস্কারের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ অনুসারে ইহার আট প্রকার বিকাশ।

(১) বেদনাসূসারে-ইহা সৌমেনস্য বা উপেক্ষা সহগত।

(২) সংস্কার ভেদে- অসাংস্কারিক ও সসাংস্কারিক।

(৩) জ্ঞানভেদে- জ্ঞান সম্প্রযুক্ত বা জ্ঞান বিপ্রযুক্ত।

১। সৌমেনস্যের কারণঃ- শ্রদ্ধাবহুল দৃষ্টি বিশুদ্ধি-কুশল বিপাক দর্শনই সৌমেনস্য উৎপত্তির কারণ। সুতরাং সৌমেনস্য উৎপত্তি করিতে হইলে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ দান দেবতা ও উপশমাদির গুণ স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন আবশ্যিক।

২। জ্ঞান সম্প্রযুক্ত হইবার কারণঃ- কুশল কার্যের প্রকৃতি অনুসারে চিন্তা জ্ঞান সম্প্রযুক্ত হয়। যিনি পরের হিতের জন্য ধর্মোপদেশ দেন বা নির্দোষ শিল্পায়তন তথা জনহিতকর বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পুকুর খনন, পুল তৈরি করা।

৩। যিনি ভাবী জন্মে প্রজ্ঞাবান হইব- এই সংকল্প করিয়া নানা প্রকার দান ও কুশল কর্ম করেন, ভাবনা করেন তবে তাহার সেই কার্যাদি জ্ঞান সম্প্রযুক্ত কুশলকর্ম।

৪। শ্রদ্ধা, সূতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে সুগঠিত করিয়া - যে সব কার্য সম্পাদিত হয় তাহাও জ্ঞান সম্প্রযুক্ত।

৫। শমথ ও বির্দশন ভাবনা দ্বারা চিন্তের ক্রেশ বিদুরিত অবস্থায় উৎপন্ন কুশল কর্ম ও জ্ঞান সম্প্রযুক্ত।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

এই দশবিধি কুশল পথেই কায়-বাক্য-মন দ্বারা কুশল কর্ম সম্পাদিত হয়:-

কায় কুশল:- দান, শীল, অপচয়ন, সেবা।

বাক্য কুশল:- দান, অপচয়ন, পূণ্যদান, পূন্যানুমোদন, ধর্ম দেশনা।

মনোকুশল:- ভাবনা, ধর্ম শ্রবণ, সত্যজ্ঞানোদ্বেগতা।

এই দশ কুশল কর্মের হেতু অলোভ, অদেষ, অমোহ, পূণ্য কর্ম দান-শীল-ভাবনা -ভেদে - সাধারণতঃ ত্রিধা বিভক্ত। দানের হেতু -অলোভ, শীলের হেতু অদেষ, ভাবনার হেতু- অমোহ(প্রজ্ঞা), অলোভ, অদেষ জীব সংজ্ঞা গ্রহীন করেনা। তাই উভয়ে লৌকীয় কিন্তু অমোহ-লৌকীয় হয়েও জীব সংজ্ঞার উচ্ছেদ করে তাই লোকোত্তরীয় কার্য সাধক প্রজ্ঞাতরী। অলোভ, অদেষ যেন পৃথিবী ও চন্দ্র, অমোহ সূর্য যাহা উভয়কে আলোকিত করে। অলোভ-অদেষ সৌরকর ধৃত পৃথিবী ও চন্দ্রের ন্যায় জীবের লোভ দেষময় তাপ হরণ করে। সূর্য যেমন প্রলয় বোধ্যঙ্গা তেজ গ্রহণ করিয়া নিজের সহিত জীবতনার ও বিলোপ সাধন করিয়া প্রপঞ্চ দুঃখ নিবারণ করে। বুদ্ধের উপদেশ লোভ দেষ-সোহাগ্নিতে তোমরা নিত্য সন্তপ্ত হইয়াও উন্মাদের ন্যায় হাস এবং আনন্দ কর, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। তোমরা যে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত। প্রদীপ অন্বেষণ করা না কেন?

দশবিধ কুশলে

১। দান:- কর্ম ও কর্মফলে শ্রদ্ধাবহুল চিত্তে দানই প্রকৃতদান। জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্ত না হইলে ভবান্তরে জ্ঞানবান হওয়া যায়না। সৌমনস্য না থাকিলে দান ফল আনন্দজনক হয়না। অসংস্কারিক না হইলে দান-ফল বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতে হয়। শাসন হিতে, আত্মহিতে, পরহিতে জ্ঞাতি-প্রেতহিতে দান দিবে। বিহারদান, বুদ্ধমূর্ত্তিদান, পূদগলিকদান, অষ্ট পরিকথার দান, সংঘদান, চারি-দান-প্রত্যয়দান, ধর্মদান, কঠিন চীবর দান অপ্রমেয় দান।

২। শীল:- শীল শাসনের আদি কল্যাণকারী। এই শীল সংবর হিসাবে পঞ্চবিধ-প্রতিমোক্ষ সংবর, (চরিত্র ও বারিত্র শীল) স্মৃতি সংবর, জ্ঞান সংবর, ক্ষান্তি সংবর ও বীর্য্য সংবর।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

৩। অপচয়ন বা সম্মানঃ- বয়ঃ ও শীল গুণাদির দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা পূজা।

৪। সেবাঃ- পিতৃ-মাতৃসেবা, আচার্য্য ও উপধ্যায় সেবা, অন্যান্য গুরুজনবর্গ সেবা, দেশ সেবা, আর্ন্তজন সেবা।

৫। পূণ্যদানঃ- পূণ্যই সুখের কারণ। দেব-মনুষ্যের সমুদয় প্রাণীর সুখ একান্ত কাম্য। অন্ন-পানি-বস্ত্র- ভেষজ্যাদি দানীয় বস্তু উপযুক্ত পাত্রে দান করিয়া লব্ধ পূণ্যাংশ সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। ইহাতে মৈত্রী করুনায় হৃদয় প্রশস্ত হয়, প্রশান্ত হয়। বিশেষতঃ পূণ্যদানে পূণ্য বিবদ্ধিত হয়, যথা-জ্ঞান দানে জ্ঞান অভিবদ্ধিত হইয়া থাকে।

৬। পূণ্যানুমোদনঃ- অপরের কৃত বা আরদ্ধ পূণ্য কার্য্যকে সানন্দে সাধুবাদ দ্বারা সমর্থন করা। এই অনুমোদন কার্য্য জবন জ্ঞানের পূণ্য চেতনা। সুতরাং উহার বিপাক দানের শক্তিও কম নহে। পূণ্য শুধু দান করিলে চলবেনা। যাহাকে দান করা হইতেছে তাহার অনুমোদন ও থাকা চাই তবেই পূণ্য গ্রাহীর সুফল অনুভূত হইবে। অপ্রত্যক্ষ দান সাধারনতঃ পূণ্যকামী দেবতাও প্রেতগণই পাইয়া থাকে। জ্ঞাত হউক না হউক পূণ্যদান করিয়া নিজের পূণ্যচেতনা প্রসারিত করিবে। রাজচক্রবর্তী দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। যাহারা আমার দান বিষয়ে জানিতে পারিতেছে না, আপনারা তাহাদিগকে নিবেদন করুন তাহারাও যেন সুখী হয়। প্রত্যক্ষ পূণ্যদান ও পূণ্যানুমোদন সম্বন্ধে উপরিউক্ত জাতক দ্বয়ে স্বউদাহরণে ব্যাখ্যাত (বিশুদ্ধি মার্গ-১০৯ পৃষ্ঠা)

৭। ধর্ম্ম দেশনাঃ- বৌদ্ধ ধর্ম্ম শ্রুতময়ী, ভাবনাময়ী, প্রজ্ঞাময়ী ধর্ম্ম। বিষয় আসক্তি মানব চিত্তে লোভ দ্বেষ-মোহ যেন গৃহ নির্ম্মান করিয়াই অবস্থান করিতেছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে মানব মনে লোভের সঞ্চার হইলে সে অন্ধের মতই হয়। ধর্ম্ম কি সে তাহা জানেনা, দেখেনা। অনুরূপভাবে দ্বেষ ও মোহের সঞ্চার হইলেও অন্ধ হয়। এই অন্ধত্ব বিনোদনের জন্য ধর্ম্ম দেশনা একান্ত প্রয়োজন। ধর্ম্ম দেশনাকারীকে শুধু পরের জ্ঞান চক্ষু উন্মোষনের অভিপ্রায়ে ধর্ম্ম দেশনা করিতে হইবে। প্রাণ মাতানো আবেগে শ্রোতার শ্রদ্ধা আর্কষণ করিতে হইবে। নিজের শীলগুণে, ভাবের গান্ধীর্ঘ্যে কঠোর মাধুর্য্যে, হেতু-প্রত্যয়যুক্ত উপমা- উদাহরণ ও যুক্তির অখন্ডতায়- শ্রোতাকে মুগ্ধ করিতে হইবে। বুদ্ধ ধর্ম্ম দেশনা করিলে চতুরার্য্য সত্যের দেশনা

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

করেন। শাসনের কথা বলিলে অপ্রমাদের কথা বলেন, যাহা শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। অধর্মকে ধর্ম রূপে। ধর্মকে অধর্মরূপে দেশনা করিলে দেশকের ও শ্রোতার উভয়েরই অমঙ্গল হয়। সুতরাং দেশকের দেশনার উপর শ্রোতার মঙ্গল নির্ভর করে।

৮। ধর্ম শ্রবণঃ- জীবনের চলার পথে নানাবিধ ভয়, উপদ্রব, রোগ, শোক, অন্তরায় ইত্যাদি হইতে পরিত্রান পাওয়ার জন্য পরিত্রান বা মঙ্গল সূত্র শ্রবণ বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মের অঙ্গ। প্রত্যেক গৃহীর স্বগৃহে ভিক্ষু সংঘ আমন্ত্রণ পূর্বক ধর্ম শ্রবণ বাঞ্ছনীয়, অপারগতায়, বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে ভিক্ষু সংঘের কাছে ধর্ম শ্রবণ খুবই মঙ্গলজনক।

৯। ভাবনাঃ- মৈত্রী ভাবনা, শমথ ও বিদর্শন ভাবনা জনিত যে পূণ্য, সেই পূণ্য নিখিল পূণ্যকে পরাভূত করে। তাছাড়া প্রত্যেকে সকাল সন্ধ্যায় ত্রিরত্নের বন্দনা করা একান্ত উচিত।

১০। সত্যজ্ঞান সঞ্চয় বা জ্ঞানোদ্রেকতাঃ- ধৈর্য্য ও মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন, অজ্ঞাত বিষয় জানিবার প্রচেষ্টা, অশ্রুত বিষয় শুনিবার আগ্রহ, জ্ঞাত ও শ্রুত বিষয়ের গভীর অনুশীলন এবং গুরুভক্তি। তৃষ্ণা, নিরুদ্ধ হইলে জীবের সুখ দুঃখ ও অন্তর্হিত হয়। এই তৃষ্ণা ঈশ্বর কর্তৃক শত প্রার্থনায় ও নিবারিত হয় না। নিজেকেই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার দ্বারা তৃষ্ণাকে নিরোধ করতে হয়। মুক্তি বলিতে কোন মঙ্গললোকে গমনকে বুঝায় না, নিজ চিত্তের অতৃপ্ত তৃষ্ণাকে সমূলে উচ্ছেদ করতঃ নিতৃষ্ণ নিরনুশয় চিত্তে স্বশরীরে অবস্থান করাকে সউপদিশেষ নির্বান এবং মৃত্যুর পর নির্বানকে অনুপদিশেষ নির্বান বলা হয়।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

তৃতীয় অধ্যায়

(পূজা পর্ব)

পূজার প্রয়োজনীয়তা

সুদূর অতীতের কথা পতিত পাবন ভগবান তথাগত বুদ্ধ, বৌদ্ধ ধুম্ম প্রচারের জন্য পতিতের উদ্ধারের জন্য মানবকুলের দুঃখ মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় চলিয়া যাইতেন। তখন শ্রাবস্তীবাসী ভক্তবৃন্দ, বুদ্ধ পূজার সুযোগ পাইতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের আনীত পূজার সামগ্রী ভগবানের গন্ধকুটিরের দ্বারে রাখিয়া চলিয়া যাইতেন। মহাশ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডিক বিষয়টি অবগত হইয়া হ্রবির আনন্দকে নিবেদন করিয়া বলিলেন, ভক্তে আনন্দ, তথাগতের চরণে এ বিষয় নিবেদন করিয়া যদি একটা পূজ্য স্থানের নির্দেশ পাওয়া যায় তবে উত্তম মঙ্গল হয়। ভগবান বিহারে আসিলে হ্রবির আনন্দ ভগবানকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রভু চৈত্য কয় প্রকার ও কি কি? ভগবান উত্তরে বলিলেন চৈত্য তিন প্রকার। যথা- শরীরিক চৈত্য, উদ্দেশিক চৈত্য এবং পরিভোগীয় চৈত্য। আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার জীবদ্দশায় তাহা করিতে পারা যাইবে কি? আনন্দ তথাগতের শারীরিক চৈত্য করিতে পারিবে না। তাহা বুদ্ধগণের পরিনির্বাণের কালেই করিতে হয়। এখন উদ্দেশিক চৈত্য ও পরিভোগীয় চৈত্য করিতে পারিবে। বুদ্ধের ব্যবহৃত মহাবোধিবৃক্ষ বুদ্ধের জীবদ্দশায় ও চৈত্য তুল্যা।

অতঃপর আনন্দ হ্রবির মোদগল্লায়ন হ্রবিরকে অনুরোধ করিয়া গয়া বোধিবৃক্ষ হইতে বীজ আনাইয়া কৌশলরাজ ও অনাথ পিণ্ডিক প্রভৃতির দ্বারা শ্রাবস্তীতে একটি বোধিবৃক্ষ রোপন করেন তদবধি ঐ বৃক্ষ আনন্দ বোধি নামে পরিচিতি লাভ করে যাহা অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই হইতে বুদ্ধের প্রতিমূর্তিকে উদ্দেশিক চৈত্য, বোধিবৃক্ষকে পরিভোগীয় চৈত্য এবং সর্বত্র বুদ্ধের দেহবশেষকে শারীরিক চৈত্য বলা হয়। এইভাবে ত্রিবিধ চৈত্যের পূজা নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধের শ্রাবক-শ্রাবিকা, উপাসক-উপাসিকা, দায়ক-দায়িকাগণের মনে এই চিন্তার উদয় হয়। কাকে সামনে রাখিয়া আগামী দিনে তাঁরা এগিয়ে যাবেন। ইহার ফলে শুরু হয় বুদ্ধমূর্তি গড়ার এবং বুদ্ধ পরিণত হন উপাস্য বুদ্ধে ভগবান বুদ্ধ কালাতীত কিন্তু উপাস্য বুদ্ধ দেশ-কাল সীমার আবদ্ধ নন। তিনি অজড়, অমর। এইভাবে সারা বিশ্ব জুড়ে সূত্রপাত হয় বুদ্ধ মূর্তির সামনে উটকটিক হয়ে বসে প্রণাম নিবেদন করা, বন্দনা, দান, পূজা, উৎসর্গ ইত্যাদি যাবতীয় ধর্ম কর্মের। বলা বাহুল্য ইহাই হইল ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত উদ্দেশিক চৈত্য। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বন্দনা, পূজা, দান ও উৎসর্গের বিষয় গুলি বর্ণিত হইলঃ-

(১) কৃত্য তথা বৌদ্ধ হিসাবে প্রত্যাহিক করণীয় কর্ম হইতেছে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠিয়া শৌষকার্য সম্পাদন করতঃ হাত-মুখ ধুইয়া পুষ্প সংগ্রহ করতঃ নিজ বাড়ীতে বুদ্ধের পুষ্প পূজা করা, প্রাতঃরাশ দেওয়া দুপুর ১২টার পূর্বে আহার পূজা এবং সন্ধ্যা বেলা প্রদীপ ও ধূপ পূজা করা একজন বৌদ্ধের প্রত্যাহিক করণীয় কর্ম। এজন্য প্রত্যেক বৌদ্ধের বাড়ীতে আয়নায় বাধানো একটি বুদ্ধের ফটো ঘরের এক কোণে কাঠের বাস্ত্র তৈরী ৪ ফুট উচ্চতে ভালভাবে রাখা এবং বুদ্ধকে যাতে পুষ্প, আহার ও প্রদীপ পূজা করা হয় তাহার ব্যাবস্থা করা একান্তই উচিত। ইহা প্রত্যেক গৃহীর নৈতিক দায়িত্ব ও আচরিত কর্ম অর্থ্যাৎ নিজ বাড়ীতে এই আচরিত কর্মের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

২। বন্দনাঃ- স্বগৃহে ধর্মীয় পরিবেশ যথা বুদ্ধ বন্দনা, ধর্ম বন্দনা, সংঘ বন্দনা, বোধিবৃক্ষ, বুদ্ধের দন্তধাতু, পদচিহ্ন, ধাতু চৈত্য বন্দনা করা ইত্যাদি।

৩। পূজাঃ- নিজ বাড়ীতে পুষ্প পূজা, আহার পূজা, তাম্বুল পূজা, প্রদীপ পূজা, ধূপ পূজা, বুদ্ধ পূজা।

৪। দানঃ- বিহারদান, বুদ্ধ মূর্তি দান, পুদগলিক দান, অষ্ট পরিষ্কার দান, সংঘ দান, চারি দান প্রত্যয় দান, ধর্মদান, কঠিন চীবরদান।

৫। উপোসথঃ- পঞ্চমী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে উপোসথ পালন।

৬। পরিত্রানঃ- জীবনের চলার পথে নানাবিধ ভয়, অন্তরায়, উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিত্রান সূত্র শ্রবণ।

৭। মৈত্রী বন্দনাঃ- সকাল-সন্ধ্যায় সর্ব জীবের মঙ্গল কামনা।

৮। উৎসর্গঃ- দানীয় বস্তু ও পূজার সামগ্রীর উৎসর্গ সূত্র পাঠ করা।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

গৃহীর পূজা ও ধর্মীয় জীবন যাপন প্রণালী

সদাচারই মানুষের মনুষ্যত্বকে বিকাশ করিয়া তোলে। যাহার নিকট সদাচার ও সংযম নাই সে অন্তসার শূণ্য নলের ন্যায় অথবা মরুভূমির ন্যায় বিশৃঙ্খল বালিয়া জ্ঞাতব্য। মরুভূমিতে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়না সদাচার ও সংযম বিহীন চিন্তে ও তেমন মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়না। সুতরাং মানব মাত্রেরই সদাচার এবং সংযম শিক্ষা ও আচরণ করা একান্তই কর্তব্য। বৌদ্ধ জগত বরেণ্য অনাগারিক মহাত্মা শ্রীমৎ ধর্মপাল গৃহীদিন চরিয়া তথা গৃহীর দৈনন্দিন জীবন যাপন নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা সিংহলী ভাষায় প্রণয়ন করেন। ইহা সর্ব সাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়। ইহা সদ্ধর্ম রত চৈত্য বঙ্গানুবাদ করিয়া লিখিত হইয়াছে। যাহার কিয়দংশ নিম্নে বর্ণিত হইল:-

তথাগত বুদ্ধ ধর্মকে ব্যক্তি জীবনে অধিপতিরূপে গ্রহন করার জন্য উপদেশদান করিয়াছেন। নিজ বাড়ীতে এই ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কোমলমতি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অন্তরে বাল্যকালে সদ্ধর্মের বীজ উগ্ধ করে দিতে পারিলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল ও সুখময় হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই লক্ষ্যে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা বেলার কৃত কর্মের বিবরণ দেওয়া হইল:-

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পূজা অর্চনা
(প্রাতকৃত্য)

১। পুষ্প পূজাঃ-

গাথা নং-১

বনগন্ধ গুনোপেতং এতং কুসুম সন্ততিং
পজয়মি মনিন্দস্স সিরিপাদ সরোরুহে
পূজেমি বুদ্ধং কুসুমেণ তেন পুঞেঞেন মে তেনচ
হোতু মোকখং
পুপকং মিলায়তি যথা ইদম্মে কায়ো তত্যাতি বিনাস ভাবং।

পুষ্প গাথা নং-২

নিরোধ সমাপত্তিতো উঠোহিত্তা বিয় নিমিল্লস্স।
ভগবতো অরহতো সম্মা সম্মুদ্ধস্স।
ইমিনা পুষ্পেন পূজেমি, পূজেমি পূজেমি
ইদং পুষ্প পূজং বুদ্ধ, পচ্ছেক বুদ্ধ অগগ সাবক
মহাসাবক অরহন্তানং সভাব সালং অহমিপ
তেসং অনুবত্তকো হোমি।

২। আহার পূজা (এক গ্লাস পানি সহ) সকাল ১২ টার পূর্বে

আহার পূজা গাথা

অধিবাসিতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপপিতং
অনুকম্পাং উপাদায় পটিগহনাতু মুত্তমং

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

সাক্ষ্যকৃত্য

৩। প্রদীপ পূজাঃ-

ঘন সারস্প দিগ্ভেন দীপেন তমধংসিনা।

তিলোক দীপং সমুদ্ধং পযযসি তমোদুদং।

কবিতায় প্রদীপ পূজা গাথা

অন্ধকার ধ্বংসকারী এই দীপদানে পুজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে

দীপের আলোক যথা অন্ধকার হরে

জ্ঞানের আলোক তথা মোহ দূর করে।

কেমন সুন্দর দীপ নয়ন রঞ্জন,

কিন্তু ইহা হইতেছে ক্ষয় অনুক্ষণ

এ সলিতা, এই তৈল যবে ফুরাইবে,

তখনি এ যোগজাত দীপ নিবে যাবে।

সেই রূপ তৃষ্ণা তৈল গেলে শুকাইয়া

জীবের দুঃখ শিখা যায় নিবাপিয়া

এ বন্ধন, এই পূজা এ জ্ঞান প্রভায়

সর্ব তৃষ্ণা, সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায়।

ধূপ পূজা গাথা

ঘন সম্ভার যুগ্ধেন, ধূপেনাহং

সুগন্ধিনা পূজায় পূজানেয়াস্তং

পূজাভাজন মুত্তমং ।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

চতুর্থ অধ্যায়

(শীল পর্ব)

শীল পালনের ফল

প্রবর্তিত হউন অথবা গৃহী হউন, প্রত্যেক মানুষের শীল পালন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ শীল পবিত্র জীবনের ভিত্তি। ইহা মানব জীবনে বয়ে আনে আদি কল্যাণ। যেহেতু মানুষ মাত্রই সুখ-শান্তি কামনা করে, সেই সুখ শান্তি শীলের মাধ্যমে লাভ করা যায়। শীল অর্থ সুরক্ষা। শীল পালনে মানুষ পাপ অকুশল ধর্ম হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম।

শীল ও চরিত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যারা শীলবান তারা সৎ চরিত্রের অধিকারী তাই তারা ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য অর্জন করিয়া উন্নতির চরম শিখরে পৌছতে সক্ষম। যারা শীলবান তারা একদিকে অকুশল কর্ম হইতে নিজেকে বিরত রাখেন অন্যদিকে নিজেকে দশ কুশল কর্মপথে পরিচালিত করিয়া পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়, লৌকিক জগত লোকোত্তর জগতের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ অনুরূপভাবে শীল নির্বানের মোক্ষ পুরে প্রবেশের তোরন। যারা অখণ্ড ও বিশুদ্ধ ভাবে শীল পালন করে তারা দেবতাগণের প্রশংসিত হন এবং তাদের সহায়তা প্রাপ্ত হন। পার্থিব জগতে বিশ্ব মানব সমাজের ইতিহাসের পাতায় যারা সুরণীয় হইয়া আছেন তার মর্ম্মমূলে রয়েছে তাদের শীলগুণ সমাধি গুণ ও প্রজ্ঞা গুণ লাভ করা খুবই উচ্চ স্তরের ব্যাপার। সবার পক্ষে এই দুই গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু শীল গুণ লাভ করা জগতে পথের ভিখারী হইতে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। শীল বার বার গ্রহণের প্রয়োজন নেই। একবার শীলে অধিষ্ঠিত হইয়া চামেরী মৃগের পৃচ্ছ কষ্ঠকাদিতে জড়িত হলে পৃচ্ছ ছিড়িয়া যাওয়ার ভয়ে তারা তথায় মৃত্যুবরণ করে। এই আদর্শে শীলবান ব্যক্তি জীবনে কখনও শীল ভঙ্গ করেন না। এইরূপ মহান আদর্শে ও সংকল্পে যিনি আজীবন পঞ্চশীল পালন করিতে সক্ষম, সেই ব্যক্তির ইহ পারত্রিক জীবন অবধারিতভাবে উজ্জ্বল তাহা নিদ্বিধায় বলা যায়। অতএব প্রত্যেকের অখণ্ড ও বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করা একান্তই উচিত। শীল পালন ছাড়া মানব জীবনকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, অধঃ থেকে উর্দ্ধদিকে, দুঃখ হইতে সুখের দিকে প্রবাহিত করা সম্ভব নয়।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

ত্রিরত্নের প্রতিষ্ঠা

ভগবান তথাগত বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর, সারানাথ ইসিপতন, যুগদায়ে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণের উপস্থিতিতে ধর্ম চক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্ব প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন। তিনি সারনাথে প্রথম বর্ষাবাস উদযাপন করেন এবং ষাট জন ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করে। এই ষাটজন ভিক্ষু নিয়া তথাগত বুদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতিষ্ঠা করেন যথা বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সংঘ রত্ন। এই ত্রিরত্নই বৌদ্ধ ধর্মের ধারক ও বাহক। জগতে ত্রিরত্নের সমান আর কোন রত্ন নেই।

দীক্ষা

বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণকে ত্রিরত্নের শরন গ্রহণের মাধ্যমে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে দীক্ষা দান করায় নির্দেশ প্রদান করেন। বুদ্ধ কোন কিছুই প্রলোভনে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে তাঁর ধর্ম কাহাকেও দীক্ষাদান করেন নাই। তিনি শিষ্যগণকে বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি, ধর্মং শরনং গচ্ছামি, সংঘং শরনং গচ্ছামি বলিতে বলিতে সমগ্র জম্বুদ্বীপ তথা প্রাচীন ভারতবর্ষে তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। নিম্নে দীক্ষাদানের বিধান বর্ণিত হইল:-

দীক্ষা গাথা তথা ত্রিশরন গ্রহণ

দীক্ষা প্রার্থী ভিক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে বলিবেন:-

ভিক্ষু:- বুদ্ধম সরনম গচ্ছামি।

ধর্মম সরনম গচ্ছামি।

সংগম সরনম গচ্ছামি।

দীক্ষা প্রার্থী:- ঐ

দুতিয়ম্পি-----ততিয়ম্পি----- (তিন বার)

এই দীক্ষা গাথা পাঠের পর ভিক্ষু বলিবেন:-

ভিক্ষু:- ত্রিশরন গমনং সম্পূন্নং

দীক্ষা প্রার্থী- আম্ ভন্তে।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

গুরু প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষা গ্রহণ

বিশ্ব মানব সমাজের মধ্যে অপরাপর বিদ্যা শিক্ষার ন্যায় প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। ভগবান তথাগত বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বিমুক্তি জ্ঞানের জন্য যথাক্রমে আরাড় কালাম ও রাম পুত্র রুদ্রকের শিষ্যত্ব বরণ করেন কিন্তু তাঁরা তাঁকে দুঃখ মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে না পারায় অবশেষে তিনি আত্ম প্রচেষ্টায় উরুবেলায় বোধিতরু মূলে "পটিচ্চ সম্যুপাদ ধর্ম জ্ঞান" লাভে তৃষ্ণামুক্ত হন এবং ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। অতএব এহেন জ্ঞান গম্ভীর ধর্ম। ধর্ম গুরু হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া এ ধর্ম জ্ঞান লাভ করা আদৌ সম্ভব নহে। ইহা উল্লেখ রয়েছে যে, সুদূর অতীতে প্রায় মানুষই গুরুর আশ্রমে গিয়া ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। অত্র অধ্যায়ে যে সব বিষয় বস্তু উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি প্রত্যেক বৌদ্ধের মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করা একান্ত প্রয়োজন। বৌদ্ধ ধর্মে ইহাকে পরিষত্তি শাসন তথা গ্রন্থধর বলা হইয়াছে। যেই পিতা মাতা তাঁদের কোমলমতি শিশু সন্তানগণকে এই সব ধর্মীয় শিক্ষা দান করিবেন তাদের জীবন ধন্য কারণ শৈশবকালের এই ধর্মীয় শিক্ষা পুত্র কণ্যাগণের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে পরম সহায় সম্ভল হবে, যা প্রভূত ভোগ সম্পদ ও অর্থ বিত্ত দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশী উপকার আসবে। ইহা উল্লেখ রয়েছে যে, রাজা শুদ্ধোধন রাজকুমার সিদ্ধার্থকে ভোগ বিলাসে মত্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং গৃহত্যাগে অনুমতি দিতেন না। অবশেষে সিদ্ধার্থ তাঁর পিতার কাছে নিম্নের চারিটি বর চাহেন-

- (১) জরা বার্ধ্যকের দ্বারা আমার যৌবন যাতে হারিয়ে না যায়।
- (২) কোন ব্যাধি যেন আমাকে আক্রান্ত না করে।
- (৩) মৃত্যু যেন আমাকে স্পর্শে করতে না পারে।
- (৪) যে সম্পদ অক্ষয় অব্যয় আমি যেন তা লাভ করি।

পুত্রের কথা শুনে রাজা শুদ্ধোধনের মনে ঋষি দেবলের কথা মনে উদ্ভিত হলো। ঋষি দেবল বলেছিলেন আপনার এ ছেলে, সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধ হবেন এবং মানবের দুঃখ মুক্তির পথ প্রদর্শন করবেন। তখন তিনি নিশ্চিত হলেন সিদ্ধার্থ আমার পুত্ররূপী বোধিসত্ত্ব। তিনি ইহা ভাবলেন আমি বৃদ্ধ বয়সে কেন মানবের

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

দুঃখ মুক্তি পথের কণ্ঠক হবো। অতঃপর তিনি করুনাসিদ্ধ নয়নে পুত্রের মাথায় চুম্বন খেয়ে বললেন বৎস তোমার মন-বাসনা পূর্ণ হোক। কাজেই যে শিক্ষা মানব জীবনে বয়ে আদি-মধ্য অন্তে কল্যাণ সেই কল্যাণময় ধর্মের শিক্ষা প্রত্যেকের গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। নিম্নে ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হইল:-

বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন

(এক) বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বা বুদ্ধ প্রতিমূর্তিকে প্রণাম নিবেন:-

নমো তস্ ভগবতো, অরহতো, সম্মা-সম্মুদক্স (তিন বার)

অনুবাদ:-

সেই ভগবান অরহত সম্যক সম্মুদক্সকে নমস্কার। (তিন বার)

বুদ্ধ বন্দনা

(দুই) ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মা সম্মুদক্স, বিজ্জাচরন সম্পন্নো

সুগতো লোকবিদু অনুত্তরো, পুরস্দ্দম্ম সারথি সখা

দেব- মনুসস্নাং বুদ্ধো ভগবাতি।

বুদ্ধং জীবিতং পরিযন্তং সরনং গচ্ছামি

যে চ বুদ্ধা অতীতা চ যে চু বুদ্ধা অনাগতা

পচ্ছুপ্পম্মা চ যে বুদ্ধা অহং বন্দামি সর্বদা

নখি মে সরনং অএং বুদ্ধো মে সরনং বরং

এতেন সচ্চ বজ্জেন হোতু মে জয় মঙ্গলং

উত্তমঙ্গল বন্দেহং পাদংপসু বরুত্তমং

বুদ্ধে যো খলিতো দেসো বুদ্ধো খমতু তং মমং।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

ধর্ম বন্দনা

সাকখাতো ভগবতো ধম্মো, সন্দিটঠিকো অকালিকো, এহি
পাসিস্কো ওপনায়িকো পচ্চতং বেদিতক্কো বিঞ্ছহীতি।
ধম্মং জীবিতং পরিয়ত্তং সবনং গচ্ছামি
যে চ ধম্মা অতীতা চ যে চ ধর্ম্মা অনাগতা।
পচ্চুপ্পম্মা চ যে ধর্ম্মা অহং বন্দামি সর্ব্বদা।
নখি মে সরনং অএঃ ধর্ম্মো মে সরনং বরং
এতেন সজ্জ বজ্জেন হোতু মে জয় মঙ্গলং
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং ধম্মহং ধম্মঞ্চ ত্রিবিধং বরং
ধম্মে যে খলিতো দোসো ধম্মো খমুত তং মমং।

সংঘ বন্দনা

সুপটিপম্মো ভগবতো সাবকসজ্জো, উজ্জুপটিপম্মো ভগবতো
সাবকসজ্জো, এয়াপটিপম্মো ভগবতো সাবক সজ্জো,
সামচিপটিপম্মো ভগবতো সাবক সজ্জো, যদিদং চত্তারি
পরিসযুগলি অটঠপরিস পুণ্ণলা এস ভগবতো
সাবক সজ্জো, অথনেয্যো, পাহ্ণেয্যো, দকিখনেয্যো
অঞ্জলি করণীয়ো, অনুত্তরং পুএকেখত্তং লোকস্মাতি।
সজ্জা জীবিত পরিয়ত্তং সরনং গচ্ছামি
যে চ সজ্জা অতীত চ যে চ সজ্জো অনাগতা
পচ্চুপ্পম্মা চয়ে সজ্জা অহং বন্দামি সর্ব্বদা

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

নখি মে সরনং অঞং সজ্জো মে সরনং বরং
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয় মঙ্গলং।
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং সজ্জঞ্চ দুবিদুত্তমং
সজ্জে যো খলিতো দোসো সজ্জো খমতুতং মমং।

ত্রিৱত্ত বন্দনা

বুদ্ধং বন্দামি, ধম্মং বন্দামি, সংঘং বন্দামি অহং বন্দামি সৰ্ব্বদা।
দুতিয়ম্পি ,, ,, ,, ,,
ততিয়ম্পি ,, ,, ,, ,, (তিন বার)

আদি শিক্ষা পঞ্চশীল

লোকনাথ বুদ্ধ গৃহীদের আদি কল্যাণ স্বরূপ যেই পঞ্চশীল অর্থাৎ পাঁচটি অবশ্যই পালনীয় নীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন সে গুলি বাস্তবিকই মানবত্ব লাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই পাঁচটি নীতি কেবল বৌদ্ধদের নয় হিন্দু মুসলমানাদি প্রত্যেক জাতির পক্ষেও পরম প্রয়োজনীয়। সেই জন্য ইহা সার্বজনীন। যাহারা কল্যাণ পথের যাত্রী তাহাদের প্রত্যেকেরই এই নীতির অনুসরণ করিতে হইবে।

যাহারা বৌদ্ধকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবান বুদ্ধের আদি শিক্ষা পঞ্চশীল পালনে ও অনুশীলনে যত্নশীল নহেন তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে নামে বৌদ্ধ মাত্র কার্য্যত নহেন। সেই জন্য সকল বৌদ্ধ আবাল বৃদ্ধ বণিতার প্রত্যেকের পঞ্চশীল, পালনের সুফল এবং ভঙ্গ করার কুফল জানা থাকার দরকার। প্রথমে পাঁচটি শীলের বিবরণ দেওয়া হইলঃ-

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পঞ্চশীল

- ১। পানাতিপাতা বেরমনী সিকথাপদং সমাদিয়ামি।
- ২। আদিম্মাদানা বেরমনী সিকথাপদং সমাদিয়ামি।
- ৩। কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমনী সিকথাপদং সমাদিয়ামি।
- ৪। মুসাবাদা বেরমনী সিকথাপদং সমাদিয়ামি।
- ৫। সুরা মেয়েয় মজ্জাপমাদটঠনা বেরমনী সিকথাপদং সমাদিয়ামি।

শীল পালনের ফল বর্ণনা

লোকনাথ বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করিতে একদা পাটলিগ্রামে পদার্পন করিয়া ছিলেন। গ্রামবাসী উপাসক -উপাসিকাবৃন্দ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে উত্তম খাদ্য ভোজ্যের দ্বারা পূজা করিলেন। বুদ্ধ আহারাদি সমাপন করিয়া উক্ত উপাসক-উপাসিকাদিগকে নিম্নোক্ত শীলফল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

১। গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তি অপ্রমত্তভাবে শীলপালনে রত থাকিয়া প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। ইহা শীলবানের পক্ষে শীল পালনের প্রথম ফল।

২। গৃহপতিগণ শীলবানের শীল পালনের দ্বারা মঙ্গলজনক সুকীর্তি চতুর্দিকে ঘোষিত হয়। ইহা শীল পালনের দ্বিতীয় ফল।

৩। গৃহপতিগণ শীলবান ব্যক্তি, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণের পরিষদে অর্থ্যাৎ সভায় গেলে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে উন্নতশির হইয়া উপস্থিত হন। ইহা শীল পালনের তৃতীয় ফল।

৪। গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তিগণ, শীল পালনের দ্বারা মরনের সময় মুচ্ছিত না হইয়া স্বজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। ইহা শীল পালনের চতুর্থ ফল।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

৫। গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তি মরণের পর, সুগতি স্বর্গ লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা শীল পালনের পঞ্চম ফল।

এই শীলরত্ন, ইহকালে পরকালে শ্রেষ্ঠ ফল, প্রদান করিয়া অন্তিমে মহা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে।

শীলাঙ্গ

পঞ্চ, অষ্ট ও দশ শীল ভাল করিয়া পালন করিতে হইলে কি কি কারনে শীলভঙ্গ হয় তাহা জানা কর্তব্য। শীলাঙ্গ না জানিলে শীল পালনে সর্বদা সন্দেহ জন্মে। কাজেই শীল পালনে যাহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নোক্ত কারণ গুলি জানিয়ে রাখিলে সহজে শীল পালন করিতে পারিবেন। “তথ একেকাপি বিরতি সম্প্রাপ্ত সমাদান সমুচ্ছেদবসে ত্রিবিধ” অর্থাৎ একেকটি শীল সম্প্রাপ্ত, সমাধানও সমুচ্ছেদ বিরতি ভেদে ত্রিবিধ।

১। ভিক্ষুর নিকট শীল গ্রহণ করিয়া বা না করিয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বে লোক লজ্জায় শীল ভঙ্গ না করাকে সম্প্রাপ্ত বিরতি বলে।

২। ভিক্ষুর নিকট শীল গ্রহণ করিয়া বা স্বয়ং অধিষ্ঠান করিয়া সুন্দররূপে শীল রক্ষা করিব এইরূপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষায় শীল ভঙ্গ না করাকে সমাধান বিরতি বলে।

৩। মার্গ লাভ ক্ষণে দুশ্চরিত কর্ম সমুচ্ছিন্ন হয় বলিয়া মাগস্থ ব্যক্তির রক্ষিত শীল সমুচ্ছেদ বিরতি কথিত হয়। গৃহী শীল ও প্রব্রজিতের শীলের অনেক তারতম্য আছে। গৃহী শীলের একটি ভঙ্গ হইতে অন্যগুলি থাকে। কিন্তু প্রব্রজিতের থাকে না। গৃহীর যেইটি শীল ভঙ্গ হয় সেই দোষেই দোষী। বার বার শীল গ্রহণের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধ বার বার অখণ্ড বিশুদ্ধভাবে শীল পালনের জন্য উপদেশ প্রদান করেছেন। শীল বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে ভাবনার পরিশুদ্ধি, ভাবনার পরিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে প্রজ্ঞা। আর প্রজ্ঞা লাভের উপর নির্ভর করে অর্হত্ব ও নির্বাণ।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল

ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন গঠনের নিমিত্তই উপোসথ শীলের আবিষ্কার। যত বুদ্ধ অতীত হইয়াছেন, প্রত্যেক বুদ্ধই এই আখ্য উপোসথ শীল প্রবর্তন করিয়াছেন। বুদ্ধগণ সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানে উপোসথ শীলের বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই এযাবৎ অবিকৃতভাবেই এই অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল পালিত হইয়া আসিতেছে। এই নশ্বর জীবনকে ইহ পারত্রিক উচ্চস্তরে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াশে এই মহা ফলদায়ক উপোসথ ব্রত প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথীতে শ্রদ্ধার সহিত পালন করা একান্ত কর্তব্য।

যাঁহারা উপোসথ গ্রহণ করিবেন, তাহারা চিন্তা করিবেন যে, আগামী কল্যা উপোসথ গ্রহণ করিব। কাজেই কি কি কাজ সম্পাদন করিবে। আহারের বিরূপ বন্দোবস্ত করিবে, সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিবেন। যদি পালিতে বলিতে না পারেন “বুদ্ধ কথিত উপোসথ অধিষ্ঠান করিতেছি” বলিয়া অধিষ্ঠান করিবেন। যদি কাহাকেও পাওয়া না যায়, নিজেই অধিষ্ঠান করিবেন তবে বিশেষত্ব এই বড় শব্দ করিয়া বলিতে হইবে।

উপোসথিকের করণীয়

উপোসথিকেরা কাহার ও অনিষ্ঠ কামনা করিবেন না। কোন প্রাণীকে পীড়া দিবে না। পীড়া দানের কারণ ও হইবে না। নিজেও অনাচার-অত্যাচার করিবেন। ইহার কারণও হইবে না। কাহারো লাভ সং-কার প্রশংসা দিতে ঈষাপরায়ন হইবে না। বরং তাহা সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করিবে। গৃহের কাজ কর্ম নিয়া আলোচনা করিবেন না। উপোসথ ব্রত পালনের সময় গৃহীতুল্য আচার-ব্যবহার চাল চলন সর্ব্বতোভাবে বর্জন করিয়া থাকিতে পারিলে অতি উত্তম। ধর্ম শ্রবণ, ধর্মালোচনা করিয়া ও যে কোন কর্মস্থানের চিন্তা করিয়া উপোসথ দিবস অতিবাহিত করা উচিত।

অষ্টশীল

- ১। পানাতি পাতা বেরমনি সিকখাপদং সমাদিয়ামি।
- ২। আদিম্মাদানা বেরমনি সিকখাপদং সমাদিয়ামি।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

- ৩। অত্রক্ষ চরিয়া বেরমনি সিকথাপদং সমাদিয়ামি।
- ৪। মুসাবাদা বেরমনি সিকথাপদং সমাদিয়ামি।
- ৫। সুরা মেয়েয় মজ্জা পমাদটঠানা বেরমনি সিকথাপদং সমাদিয়ামি।
- ৬। বিকাল ভোজনা বেরমনি সিকথাপদং সমাদিয়ামি।
- ৭। নচ্চ-গীত বাদিত বিসুকদস্সনা মালা গন্ধ
বিলোপ ধারণ মন্ডন বিভূষণটঠানা বেরমনি সিকথাপদং সমাদিয়ামি।
- ৮। উচ্চ সয়না -মহাসয়না বেরমনি সিকথাপদং সমাদিয়ামি।

উপাসকের দশবিধ গুণ

বুদ্ধ বলেছেন, চারি অপায়ে পতন হইতে রক্ষা পেতে হইলে একজন উপাসকের নিম্নের দশটি গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

- ১। যিনি উপাসক, তিনি হইবেন, ভিক্ষু সংঘের সুখে-সুখী এবং দুঃখে-দুঃখী।
- ২। ধর্মকে গ্রহণ করিবেন অধিপতিরূপে।
- ৩। সর্বদা যথাশক্তি দানে রত থাকেন।
- ৪। বুদ্ধ শাসনে পরিহানি মূলক কিছু দেখিলে তাহা রোধের জন্য করেন বিশেষ প্রচেষ্টা।
- ৫। সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং যাবতীয় মিথ্যা দৃষ্টি মূলক বিষয় ত্যাগ করেন।
- ৬। জীবনান্তে ও অন্য ধর্ম গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন না।
- ৭। কায়-মন-বাক্যে সুসংযত হন।
- ৮। সর্বদা মৈত্রী পূর্ণ হৃদয়ে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করেন।
- ৯। ঈর্ষাহীন হন, প্রবঞ্চক হয়ে বুদ্ধ শাসনে বিচরণ করেন না।
- ১০। সর্বদা, বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের শরণাপন্ন থাকেন।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

অষ্টাঙ্গ সমল্লাগতং উপোসথ শীল গ্রহন
ত্রিরত্নের বন্দনা

(১) গৃহীঃ- বুদ্ধং নমামি, ধর্মং নমামি, সংঘং নমামি অহং বন্দামি সর্বদা।
দুতিয়ম্পি-----ততিয়ম্পি----- (৩ বার)

ভিক্ষু বন্দনা

(২) গৃহীঃ- ওকাশ বন্দামি ভন্তে, সংঘো, দ্বারত্তয়েন কতং সর্বং অপরাধং ক্ষমতু মে
ভন্তে, সংঘো।

দুতিয়ম্পি-----তুতিয়ম্পি----- (৩ বার) ।

অষ্টাঙ্গ সমল্লাগতং উপোসথ শীল প্রার্থনা

(৩) গৃহীঃ- সংসারবত্তো, দুঃখাতো মুঞ্চিত্তোয়া নির্বানং সচ্চি করনথায়,
ওকাশ অহং/ময়ং ভন্তে ত্রিসরনেন সহ অষ্টাঙ্গ সমল্লাগতং উপোসথ শীলং
ধর্মং যাচামি/ যাচামা (বহুজন হইলে) অনুগ্গহং কত্তা সীলং দেথ মে/নো
ভন্তে।

দুতিয়ম্পি-----ততিয়ম্পি----- (৩ বার)।

অষ্টশীল গ্রহণ

(৪) ভিক্ষুঃ- মযহং বদামি তং বদেহি।

গৃহীঃ- আম ভন্তে।

বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন

(৫) ভিক্ষুঃ- নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্মুদস্স।

গৃহীঃ- নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্মুদস্স (৩ বার)।

ত্রিশরণ গ্রহণ

(৬) ভিক্ষুঃ- বুদ্ধং নমামি, ধর্মং নমামি, সংঘং নমামি অহং বন্দামি সর্বদা।

গৃহীঃ- বুদ্ধং নমামি, ধর্মং নমামি, সংঘং নমামি অহং বন্দামি সর্বদা (৩ বার)।

(৭) ভিক্ষুঃ- ত্রিশরন গমনং সম্প্পূনং

গৃহীঃ- আম ভন্তে

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

ভিক্ষু কর্তৃক অষ্টশীল প্রদান

(৮) ভিক্ষুঃ- পানাতি পাতা বেরমনী সিকখাপদং সমাদিয়ামি।

গৃহীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- আদিম্মাদানা বেরমনী সিকখাপদং সমাদিয়ামি।

গৃহীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- অত্রক্খ চরিয়া বেরমনি সিকখাপদং সমাদিয়ামি।

গৃহীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- মুসাবাদা বেরমনী সিকখাপদং সমাদিয়ামি।

গৃহীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- সুরামেরেয় মজ্জা পমাদটঠানা বেরমনি সিকখাপদং সমাদিয়ামি।

গৃহীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- বিকাল ভোজন বেরমনি সিকখাপদং সমাদিয়ামি

গৃহীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- নচ্চ গীত বাদিত বিসুখ দস্‌সনা মালা গন্ধ বিলেপন ধারন মন্ডন
বিভূসনটঠানা বেরমনি সিকখাপদং সমাদিয়ামি।

গৃহীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- উচ্চ সয়না মহা সয়না বেরমনি সিকখাপদং সমাধিয়ামি।

গৃহীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- সাধু, সাধু, সাধু ইমং ত্রিশরনেন সহ অষ্টাঙ্গ সমল্লাগতং উপোসথ শীলং
সাধুকং সুরকিখতং কত্তা অপপমাদেন সীলং সম্পাদেথ।

গৃহীঃ- সাধু, সাধু, সাধু ।

উপোসথ শীল ত্যাগ

গৃহীঃ- অহং ভন্তে অষ্টাঙ্গ শীলং নিক্খিপামি পঞ্চ শীলং সমাদিয়ামি।

দুতিয়ম্পি-----ততিয়ম্পি----- (৩ বার)

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পঞ্চম অধ্যায়

নিজ গৃহে মঙ্গল সূত্র শ্রবণ বিধি

ভগবান বুদ্ধ মানব কল্যাণের জন্য যে সমস্ত মাত্ৰালিক ধর্ম দেশনা করিয়াছেন তাহা সূত্র এবং পরিত্রান নামে অভিহিত। সুন্দর মঙ্গলার্থের সূচনা করে বলিয়া সূত্র আর সমস্ত আপদ বিপদ হইতে রক্ষা বা ত্রান করে বলিয়া পরিত্রান। সংসার জীবনে যাহাতে বিঘ্ন না ঘটে তজ্জন্য ভগবান তথাগত বুদ্ধের দেশিত বা মুখনিসৃত মঙ্গলবাণী সমূহ শ্রবণ করা প্রয়োজন। এই মঙ্গলবাণী সমূহ শীলবান ভিক্ষুগণ কর্তৃক পঠিত হইলে অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে, এজন্য অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া পরিত্রান বা মঙ্গলবাণী শ্রবণ করা প্রত্যেক গৃহীর একান্ত কর্তব্য। এবার মঙ্গল কি এবং কিসে মঙ্গল হয় তৎ সম্পর্কে বৌদ্ধ ধর্মে কি আলোচিত হইয়াছে তাহার কিছু বিবরণঃ-

সুদূর অতীতে জম্বুদীপে নগরের দ্বারে ও সভাগৃহে বহুলোক সম্মিলিত হইয়া বিবিধ গল্পের কথকতা বলার প্রচলন ছিল এবং কথকদিগকে রীতিমত পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। এবং একবারের কথকতা চারিমাস ব্যাপী চলিত। সেই সময় তাদের মধ্যে একদিন মঙ্গল সম্বন্ধে কথা উত্থাপিত হয়। কথকগণ কেহ দর্শনে মঙ্গল কেহ শ্রবণে মঙ্গল আবার কেহ দ্বাণে স্পর্শে, আশ্বাদে মঙ্গল হয় বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন কিন্তু তাহাদের অভিমত সঠিক বলিয়া গৃহিত হয় নাই। এইভাবে দেব মানবগণ মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে বার বছর অতিবাহিত করিলেন তথাপি তাহারা মঙ্গল বিষয়টি নির্ধারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাহারা কিসে মঙ্গল হয় তাহা জানার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে এরূপ বলিলেন সম্প্রতি সম্যক সমুদ্র কোথায় আছেন। দেবগণ বলিলেন তিনি মনুষ্যালোকে আছেন। তবে তোমরা কেন তাঁর কাছে গিয়া বিষয়টি জানতে চাহ নাই। তিনি বলিলেন বন্ধুগণ, তোমরা অগ্নিকে হয় মনে করিয়া জোনাকীকে বড় মনে করিতেছ। তোমরা জগতের নিখিল মঙ্গলের নির্দেশক ভগবান সম্যক সমুদ্রের কাছে গিয়া কিসে মঙ্গল হয় তাহা জেনে আছ। অতঃপর এক দেবপুত্র ইন্দ্রের আদেশে দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া পরিবৃত দেবগণ সহ জেতবন বিহারে পৌছিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাথা ছন্দে মঙ্গল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান তাহার প্রত্যুত্তর

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পদান প্রসঙ্গে আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলযুক্ত সমস্ত পাপক্ষয়কারী মঙ্গল পরিত্রান দেব-
মানবের হিতার্থে দেশনা করিয়াছিলেন যাহা আমরা মঙ্গল সূত্র বলিয়া অভিহিত
করে থাকি।

পরিত্রান প্রার্থনা ও মঙ্গলসূত্র শ্রবণ

গৃহকর্তা অথবা গৃহের যে কোন বয়স্ক ব্যক্তি বিহারে গিয়া ভিক্ষু সংঘ
অথবা কমপক্ষে দুইজন ভিক্ষুকে গৃহে আনিয়া মঙ্গল সূত্র পাঠ করার জন্য
নিম্নতভাবে আমন্ত্রণ করিবেন। সাধারণতঃ যে কোন এক সন্ধ্যাবেলা এই মঙ্গল ও
পরিত্রান সূত্র শ্রবণের রীতিনীতি প্রচলিত আছে। যে রাত্রিতে এই মঙ্গল ও পরিত্রান
সূত্র শ্রবণ করা হয় তার পরের দিন দুপুরে ভিক্ষু সংঘকে ভোজন করার নিয়ম
প্রচলিত আছে। তাছাড়া মঙ্গল সূত্র কেবলমাত্র নিজেরা শ্রবণ করা নিয়ম নহে।
পাড়া প্রতিবেশীদের ও এই মঙ্গলসূত্র শ্রবণ করার জন্য আমন্ত্রণ করা বিধেয় এবং
পারতঃ পক্ষে পরের দিন তাদেরকে একবেলা ভাত খাওয়ানো উচিত বা খাওয়ানো
হয়ে থাকে। মঙ্গল সূত্র শ্রবণের জন্য নিম্নোক্ত বস্তু সমূহ সংগ্রহের প্রয়োজন।

শস্যের তালিকাঃ-

- ১। মঙ্গল ঘট তথা একটি লোতা
- ২। পাতাসহ আমের শাখা ২টি
- ৩। কলা ২ কাদি
- ৪। নারিকেল ১টি
- ৫। বড় মোমবাতি ১পেকেট
- ৬। ছোট মোমবাতি ৩পেকেট
- ৭। বিস্কুট ৩পেকেট
- ৮। দিয়াশলাই ৩টি
- ৯। আগরবাতি ৩পেকেট
- ১০। তুম সূতা ৩টি (দজ্জিদের ব্যাবহৃত তুম সূতা বাউন্ডেল)

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

- ১১। একটি জগ পানিসহ, পানি ঢালার জন্য
- ১২। একটি গামলা
- ১৩। সাধ্যমত কিছু দানীয় সামগ্রী
- ১৪। দখিনা সংগ্রহের একটি বাসন
- ১৫। কিছু অর্থদান
- ১৬। চাউল ২কেজি
- ১৭। দুধ ১টিন
- ১৮। চাপাতা ১পেকেট
- ১৯। চিনি ১কেজি
- ২০। পানি ১বোতল।

তুমসূতা বান্ডেল প্রয়োজনানুসারে ১টি কিম্বা ২টি সূতা ৫/৬ লাইন করিয়া সমগ্র বসত বাড়ীর চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করিয়া মঙ্গল ঘটের গলায় আনিয়া পেছাইয়া রাখিতে হইবে এবং অনুমানিক ১০/১২ হাত একটি সূতার বান্ডেল তাতে রাখতে হবে যাহাতে এই সূতা পূণ্যার্থীদের হাতে ভুলে বাঁধিয়া দিতে পারেন। ভিক্ষু সংঘের জন্য আসন তৈয়ার করে রাখতে হইবে যাহাতে তাঁহারা আরামে বসতে পারেন। মঙ্গল ঘট ও দানীয় সামগ্রী ভিক্ষুদের সামনে রাখতে হইবে। ভিক্ষুগণ আসার পর সব পূণ্যার্থীগণ একত্রে বসবেন এবং ভিক্ষু সংঘকে প্রণাম করবেন। জনৈক ব্যক্তি প্রথমে ত্রিরত্নের বন্দনা, দ্বিতীয়তঃ ভিক্ষুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তৃতীয়তঃ পঞ্চশীল প্রার্থনা করিবেন। ভিক্ষু পূণ্যার্থীদেরকে প্রথমে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ ও পঞ্চশীলে অধিষ্ঠিত করাবেন। ইহার পরই জনৈক পূণ্যার্থী পরিত্রান বন্দনা করিবেন। তৎপর ভিক্ষুগণ পাঁচ হইতে আটটি পর্য্যন্ত মঙ্গল সূত্র পাঠ করিবেন এবং পূণ্যার্থীগণ মনযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করিবেন। মঙ্গল সূত্র শ্রবনের পর মঙ্গল ঘটের পানি ঘটে রক্ষিত আশ্রম শাখার দ্বারা ভিক্ষু পূণ্যার্থীদের মধ্যে সিঞ্চন করাবেন।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

ভগবান তথাগত বুদ্ধ গৃহীদের জন্য পঞ্চশীলের বিনয় বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। নিম্নে এই পঞ্চশীল কিভাবে গ্রহন করিতে হয় তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়ম

ত্রিরত্নের বন্দনা

(এক) গৃহীঃ- বুদ্ধং বন্দামি, ধর্ম্মং বন্দামি, সংঘং বন্দামি, অহং বন্দামি সর্ব্বদা।

দুতিয়ম্পি " " " "

ততিয়ম্পি " " " " (৩ বার)

অথবা

ত্রিরত্নের প্রণতি

গৃহীঃ- বুদ্ধং নমামি, ধর্ম্মং নমামি, সংঘং নমামি, অহং বন্দামি সর্ব্বদা।

দুতিয়ম্পি " " " "

ততিয়ম্পি " " " " (৩ বার)।

ভিক্ষু বন্দনা/ সংঘো বন্দনা

(দুই) গৃহীঃ- ওকাশ বন্দামি ভন্তে (সংঘো) দ্বারন্তয়েন কতং সর্ব্বং

অপরাধং খমতু মে (নো) ভান্তে/ সংঘো

দুতিয়ম্পি " " " "

ততিয়ম্পি " " " " (৩ বার)

দ্রষ্টব্যঃ- একজন ভন্তে হইলে মে, বহুজন হইলে নো বলিতে হইবে।

পঞ্চশীল প্রার্থনা

(তিন) গৃহীঃ- সংসারবত্তো, দুকখতো মুঞ্চিত্তো নির্ব্বাণং সচ্ছি

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

করনথায় ওকাস অহং (মযহং) ভন্তে, তিসরনেন সহ পঞ্চ সীলং ধম্মং
যাচামি (যাচামা) অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে (নো) ভন্তে।

দুতিয়ম্পি " " " "

ততিয়ম্পি " " " " (

৩বার)।

দ্রষ্টব্যঃ- একজন ভন্তে হইলে যাচামি বহুজন হইলে যাচামা

" " " অহং " " মযহং

" " " মে " " নো

" " " বদেহি " " বদেথ।

ভিক্ষু কর্তৃক পঞ্চশীল প্রদান আরম্ভ

(এক) ভিক্ষু বলিবেন-মযহং বদামি তং বদেথ

গৃহী- আম ভন্তে।

(দুই) বুদ্ধ প্রনতি

ভিক্ষু- নমোতসস্ ভগবতো অরহতো সম্মা সম্মুদ্বসস্

গৃহী - " " " " (তিন বার)

(তিন) ত্রিসরণ গ্রহন

ভিক্ষু- বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি, ধম্মং সরনং গচ্ছামি সংঘং সরনং গচ্ছামি

গৃহী-দুতিয়ম্পি " " " " " " "

ততিয়ম্পি " " " " " " "

(চার) ভিক্ষু-ত্রিসরণ গমনং সম্পূন্নং

গৃহী- আম ভান্তে।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

(পাঁচ) ভিক্ষু কর্তৃক পঞ্চশীল প্রদান এবং গৃহী কর্তৃক গ্রহন

ভিক্ষু-পানাতি পাতা বেরমনী সিকখা পদং সমাদিয়ামি

গৃহী-ঐ

ভিক্ষু- অদিম্মদান বেরমনী সিকখা পদং সমাদিয়ামি

গৃহী-ঐ

ভিক্ষু-কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমনী সিকখা পদং সমাদিয়ামি

গৃহী-ঐ

ভিক্ষু- মুসাবাদ বেরমনী সিকখাপদং সমাদিয়ামি

গৃহী-ঐ

ভিক্ষু- সুরামেরেয়-মজ্জা-পমাদটঠানা বেরমনী সিকখাপদং সমাদিয়ামি।

ভিক্ষু-ঐ

ভিক্ষু-সাধু সাধু সাধু ইমং তিসরনেনসহ পঞ্চশীলং ধম্মং সাধুকংসুরকিত্তং কত্থ।
অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।

গৃহী- সাধু সাধু সাধু

বিঃদ্রঃ অষ্টশীল গ্রহনের বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

গৃহী পূর্বক পরিভ্রান বা মঙ্গল সূত্র প্রার্থনা

ময়ং ভন্তে/ সংঘো, বিপত্তি পটিবাহায়, সৰ্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া, সৰ্ব দুঃখ
বিনাসায়, সৰ্ব ভয় বিনাসায়, সৰ্ব রোগ বিনাসায়, সৰ্ব অন্তরায় বিনাসায়, সৰ্ব
উপদ্রব বিনাসায়, ভবে দীর্ঘায়ু দায়কং চিত্তং উজ্জুং করিত্তান পরিত্তং ব্রুথ মঙ্গলং।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

ভিক্ষু কর্তৃক দেবতা আমন্ত্রণ

সামন্ত চক্রবালেসু অত্রাগচ্ছন্ত দেবতা,
সদ্ধমং মনিরাজস্ সুনন্ত সন্নমোক্খদং
ধর্ম সবন কালো অয়ং ভদন্তাতি। (৩ বার)

বিশেষ দেবতা আহ্বান

যে সন্তা সন্ত চিত্ত তিসরন সরনা এথ
লোকান্তরে বা ভূম্মা ভূম্মা চট দেবা
গুনগন-গহন ব্যাবটা সৰ্ব্ব কালং
এতে আন্নন্ত দেবা বরকনকময়ে, মেরুরাজ
সত্তো, সত্তোসহেতং, মনিবর বচনং
সোতুমগগ, সামগ্গং।

ভিক্ষু সংঘের মঙ্গল সূত্র পাঠ আরম্ভ:-

মৃত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে পূণ্যদান

এখন হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে তিস্য ও ফুস্য নামে দুইজন বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ফুস্য বুদ্ধের পিতা ছিলেন রাজা মহেন্দ্র। এই মহেন্দ্র রাজের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন অগ্রশ্রাবক এবং পুরোহিত পুত্র ছিলেন দ্বিতীয় শ্রাবক। রাজা ভগবানের নিকট গিয়া ভাবিলেন আমার জৈষ্ঠ পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রশ্রাবক আর পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক কাজেই আমারই বুদ্ধ, আমার ধর্ম, আমারই সংঘ। অতপর তিনি ভগবানকে “সেই ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার” এই ভাবে তিন বার বলার পর এই নিবেদন করিলেন যে, আমার শেষ দশা, কাজেই যতদিন আমি জীবিত থাকি, ততদিন অন্যের গৃহদ্বারে যাইবেন না,

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

আমার গৃহেই আপনার আহ্বাদি চতু প্রত্যয়ের ব্যাবস্থা করা হইবে। আপাণ
আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। বুদ্ধের সম্মতি ক্রমে তিনি নিত্যয় বুদ্ধের সেবা কার্যে
লাগিলেন।

রাজার আরও তিনজন পুত্র ছিল। তাহারা বুদ্ধের সেবা করিতে চলিলেন
কিন্তু পিতা অনুমতি দিলেন না। এমন সময় রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। তিন পুত্র
গিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। পিতা মহেন্দ্র এতে খুশী হয়ে পুত্রদের শিরঃচূষন
করতঃ বলিলেন প্রাণাধিক বৎসগণ, আমি তোমাদেরকে বর দিব, বাবাগণ বল কি
বর চাও?

পুত্রগণ বলিলেন বাবা আমাদের অন্য কোন প্রয়োজন নাই, আমরা
দাদাকে (ফুস্য বুদ্ধকে) ভোজন করাইতে চাই। পিতা বলিলেন বাবা তাহা দিতে
পারিব না। তৎপর পুত্রগণ বলিলেন ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক বছর সাত,
ছয়, পাঁচ, চার, তিন মাসের জন্য অনুমতি দিন। বাবা বলিলেন তাহা হইবেনা।
পুত্রগণ এবার বলিলেন এক পুত্রকে একমাস করিয়া তিন মাসের জন্য অনুমতি
দিন। আচ্ছা তাহাই হোক বলিয়া পিতা অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহাদের তিন
জনের একজন ভাভাগরিক, একজন কোষাধ্যক্ষ ও দ্বাদশ অযুত পরিষদ ছিল। তিন
ভাই তাহাদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন আমরা তিনমাস কষায় বস্ত্র পরিয়া দশ শীল
গ্রহণ পূর্বক ভগবানের সঙ্গে অবস্থান করিব। কাজেই তোমরা বুদ্ধের সেবা যত্ন ও
খাওয়া দাওয়ার যাবতীয় ব্যাবস্থা কর।

ভাভারিক ও কোষাধ্যক্ষ একত্রিত হইয়া তিন ভাইয়ের ভাভার হইতে
বারে বারে দান সামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিলেন। কর্মচারীদের ছেলেরা যাণ্ড, ভাত
প্রভৃতির জন্য রোদন করিত, তাহারা ভিক্ষু সংঘ আসিবার পূর্বেই তাহাদেরকে
খাওয়াইত। ভিক্ষু সংঘের ভোজনের পর অবশিষ্ট কিছু থাকিত না। পরে পরে
তাহারা ছেলের দিতে গিয়া নিজেরাও খাইয়া লইত, ভাল ভাল খাবারের লোভ
সামলাইতে পারিত না।

রাজপুত্রগণ সহস্র পরিজনবর্গসহ কাল প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে জন্ম নিলেন
এবং এক দেবলোক হইতে অন্য দেবলোকে জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিতে করিতে
বিরান্ধই কল্প অতিবাহিত হইল এবং তিন ভাই অর্হত্ব প্রার্থনা করিয়া পুণ্যকর্ম
সাধন করিয়া ছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

এদিকে কর্মচারীগণ ও তাহাদের ছেলেরা প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া সুগতি ও দুগতি অনুসারে সংসার পরিভ্রমণ করিয়া এই কল্পে চারি বুদ্ধান্তর কাল প্রেতলোকেই উৎপন্ন হইল। তাহারা প্রথমে কাকুসন্ধ, দ্বিতীয় কোনাগমন, তৃতীয় কাশ্যপ বুদ্ধের নিকট জিজ্ঞাসা করিল কখন আমরা আহার পাইব। কাশ্যপ বুদ্ধ বলিলেন গৌতম বুদ্ধের সময়, তোমাদের আহার পাইবে। এইভাবে বিরানব্বই কল্প পরে, গৌতম বুদ্ধের সময় রাজা বিশ্বিসার যখন প্রথম দান দিলেন সেদিন পূণ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় রাতের বেলা বিকট চীৎকার করিতে করিতে রাজাকে তারা দেখা দিল।

পরদিন রাজা বেনুবন বিহারে আসিয়া তথাগতকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তথাগত কহিলেন মহারাজ এই হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে ফুস্য বুদ্ধ কালে ইহারা আপনার জাতি ছিল। ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানীয় বস্তু খাইয়া ইহারা প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি যে দান করিয়াছেন তাতে তাহাদেরকে পূণ্যফল প্রদান করেন নাই। সেজন্য তাহারা এরূপ বিকৃতকারে বিকট শব্দ করিয়া দেখা দিয়াছে। রাজা বলিলেন ভণ্ডে এখন দিলে পাইবে কি, হ্যাঁ মহারাজ পাবে। রাজা পরদিবস বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে মহাদান দিয়া কহিলেন ভণ্ডে, এই পূণ্যফলে আমাদের জাতি প্রেতগণ দিব্য অন্ন-পানীয় লাভ করুক। এই পূণ্যদানের ফলে দ্বারা তাহাদের অনাহার দুঃখের অবসান হইল। পরদিন নগ্নাবস্থায় তাহারা আবার রাজাকে দেখা দিল। রাজা পুনরায় বিষয়টি ভগবানকে জানাইলেন। বুদ্ধ বলিলেন মহারাজ আপনি বস্ত্রদান জনিত পূণ্যদান করেন নাই। পর দিবস রাজা ভিক্ষু সংঘকে চীবর দান করিয়া কহিলেন ইহাতে তাহাদের দিব্যবস্ত্র লাভ হউক। তখনই তাহাদের দিব্যবস্ত্র লাভ হইল এবং তাহারা প্রেত কায়া ছাড়িয়া দিব্যকায়া গ্রহণ করিল।

শাস্তা পূণ্যানুমোদন ধর্মদেশনা কালে “ তিরোকুড্ড” সূত্রপাঠে তখন চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্ম বোধ জন্মেছিল। ইহার পর হইতে পর লোকগত জ্ঞাতির অন্তর্গতক্রিয়া বা সাপ্তাহিক ক্রিয়ার সময় অথবা যে কোন পূণ্যানুষ্ঠানে পূণ্যদান ও বস্ত্রদান করার বিধি প্রচলিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পূণ্যদানের প্রয়োজনীয়তা

দানাদি কুশল কর্ম করিয়া দেবতাদিগকে পূণ্যফল প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার জন্য ভগবান বুদ্ধ পাটলি গ্রামবাসীদিগকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়েছিলেনঃ-

(১) দশবিধ কুশল কর্ম সম্পাদনে সুদক্ষ পণ্ডিত ব্যক্তি যেই প্রদেশে অবস্থান করেন তিনি শীলবান সংযত ব্রহ্মাচারীদেরকে ভোজন করাইয়া তথায় যেই দেবতাগণ আছেন তাদের উদ্দেশ্যে পূণ্যফল বিতরণ করিয়া থাকেন।

দেবতারা সেই প্রচণ্ড পূণ্যফলের দ্বারা পূজিত হইয়া পূজাকারীদিগকে উপকার করিয়া থাকেন। তাহাদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া পুনঃ তাহাদের সম্মানিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ সমস্ত আপদে-বিপদে সাহায্য করিয়া থাকেন।

মাতা যেমন নিজের গর্ভজাত পুত্র কন্যাদের অনুগ্রহ করেন সেরূপ দেবতারাও পূণ্যদাতার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। দেবতা অনুগ্রহ লাভী ব্যক্তি মাত্রই সর্বদা মঙ্গল কর্মে নিরত থাকেন বা মঙ্গল দর্শন করেন।

দান, উৎসর্গ ও পরিত্রান প্রার্থনা

যাহা অকৃপন হস্তে এবং শ্রদ্ধাবহুল চিত্তে দেওয়া হয় তাহাই দান। বৌদ্ধ ধর্মে বিভিন্ন ধরনের দানের বিধান রহিয়াছে। যথা- সংঘদান, অষ্ট পরিক্খার দান, বুদ্ধ মূর্তিদান, বিহার দান, পুদগলিক দান, কল্পতরু দান, কঠিন চীবর দান এবং ধর্ম দান ইত্যাদি। এই দান কার্য্য কিভাবে সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় তৎ সম্পর্কে নিম্নে কিছু আলোচনা করা হইলঃ-

১। সংঘ বলিতে পাঁচজন ভিক্ষুকে নিয়া এক সংঘ। যেক্ষেত্রে ভিক্ষুর অভাব, সেক্ষেত্রে কমপক্ষে চারজন ভিক্ষুকে নিয়া এই সংঘদান করা হয়; কারণ ধর্ম্মকায় দ্বারা ভগবান তথাগত বুদ্ধ বিদ্যমান রয়েছেন। তাই পাঁচজন ভিক্ষু রয়েছেন এই ভাবধারায় সংঘদান করা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

২। অষ্ট পরিক্খার দান বলিতে, সঙ্খতি, উত্তরাসঙ্গ, অর্ন্তবাস, পিন্ডপাত্র (সাবেক), ক্ষুর, সূচ ও সূতা, কটিবন্ধনী ও জল ছাকনি এই অষ্টবিধ দ্রব্যের সমরায়কে বুঝায়।

৩। কোন পরলোকগত জ্ঞাতির উদ্দেশ্যে দান দেওয়াকে পুদগলিক দান বলে।

যাবতীয় দানীয় সামগ্রী দানবেদী তথা টেবিলের উপর সুসজ্জিত করে রাখার পর অবশ্যম্ভাবী একটি মঙ্গলঘট যাতে কিছু পরিমান জল এবং আম গাছের এক গুচ্ছ শাখা মঙ্গল ঘটের পানিতে ডুবাইয়া রাখা প্রয়োজন। আর এই মঙ্গল ঘটের সঙ্গে মঙ্গল সূত্র তথা সাদা তুম সূতা গৃহীর বাড়ীতে এই দান কার্য করা হইলে সমস্ত বাড়ী ও পূজা মন্ডপ এই মঙ্গল সূত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত করা প্রয়োজন এবং হাতে বাঁধার জন্য কিছু পরিমান সূতা মঙ্গল ঘটের সঙ্গে রাখা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া পরিত্রান সূত্র শ্রবণ ও দান ও উৎসর্গ করার সময় মোমবাতি জ্বালিয়ে পূণ্যকর্ম সম্পাদন করার জন্য কমপক্ষে ২/৩টি বড় মোমবাতি ও দিয়াশলাই রাখা প্রয়োজন।

১। পানি ঢালিয়া দানযজ্ঞ উৎসর্গ করার জন্য একটি খালি গামলা ও একজগ পানি অবশ্যই রাখিতে হইবে।

২। দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য একটি থালার প্রয়োজন।

৩। ভিক্ষু সংঘের আসন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে দানবেদীটি তাহদের সামনে পড়ে আর পূণ্যার্থীগণের বসার জায়গাও ভিক্ষু সংঘের দিকে মুখ করিয়া করিতে হইবে। সব কিছু তৈরী হইলে ভিক্ষু সংঘকে আহবান করিয়া আনা বিধেয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে জানা দরকার বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে প্রত্যেক ধর্ম-কর্ম, যথা বিহার দান, সংঘদান, অষ্টপরিক্খার দান, কঠিন চীবর দান, মঙ্গল সূত্র শ্রবণ এবং মৃত জ্ঞাতির সাপ্তাহিক ক্রিয়া, বাৎসরিক ক্রিয়া ধর্ম কর্ম সবই নিম্নে বর্ণিত বিধি নীতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে বন্দনা শীল গ্রহণ, ত্রিশরন গ্রহণ ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হইলঃ-

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পঞ্চশীল গ্রহণ

(এক) জনৈক পূণ্যার্থী কর্তৃক এই বন্দনা করিতে হইবে।

ত্রিরত্নের বন্দনা

বুদ্ধং নমামি, ধর্ম্মং নমামি, সংঘং নমানি, অহং বন্দামি সর্ব্বদা।

দুতিয়ম্পি ” ” ”

ততিয়ম্পি ” ” ”(৩ বার)

(দুই) জনৈক পূণ্যার্থী কর্তৃক এই ভিক্ষু বন্দনা করিতে হইবে।

ভিক্ষু বন্দনা

ওকাশ বন্দামি ভত্তে/সংঘো, দ্বারত্তয়েন কতং সৰ্ব্বং অপরাধং ক্ষমতু মে
ভত্তে/সংঘো।

দুতিয়ম্পি ” ” ” ”

ততিয়ম্পি ” ” ” ”(৩ বার)।

(তিন) জনৈক পূণ্যার্থী কর্তৃক পঞ্চশীল প্রার্থনা

পঞ্চশীল প্রার্থনা

সংসার বন্তো দুঃকথতো মুঞ্চিভোয়া নিৰ্ব্বাং সচ্চি করনত্তায় ওকাশ অহং
ভত্তে, ত্রিশরেনেহ সহ পঞ্চশীলং ধর্ম্মং যাচাম, অনুগহং কত্তা শীলং দেথ মে ভত্তে।

দুতিয়ম্পি ” ” ” ”

ততিয়ম্পি ” ” ” ”(৩ বার)

(চার) পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়ম

ভিক্ষু বলিবেনঃ- মযহং বদামি তং বদেহি।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পূণ্যার্থীগণঃ- আম ভন্তে।

(পাঁচ) বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন

ভিক্ষু বলিবেনঃ- নমোতস্ ভগবতো, অরহতো সম্মা সম্মুদ্বস্

পূণ্যার্থীগণঃ- ঐ (৩ বার)।

ত্রিশরন গ্রহণ

(ছয়) ভিক্ষু বলিবেনঃ- বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি, ধর্ম্মং সরনং গচ্ছামি, সংঘং সরনং গচ্ছামি।

দুতিয়ম্পি	”	”	”	”
ততিয়ম্পি	”	”	”	” (৩ বার)।

পূণ্যার্থীগণ ভিক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশরন গ্রহন করিবেন।

(সাত) ভিক্ষু বলিবেন- ত্রিশরন গমনং সম্পন্নং

পূণ্যার্থীগণ বলিবেন - আম ভন্তে।

(আট) ভিক্ষু কর্তৃক পঞ্চশীল প্রদান

ভিক্ষুঃ- পানাতি পাতা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

পূণ্যার্থীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- আদিম্মদানা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

পূণ্যার্থীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- কামেসু মিচ্ছাচারো বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

পূণ্যার্থীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- মুসাবাদা বেরমনি সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পূণ্যার্থীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- সুরামেরেয় মজ্জ পমাদটঠানা বেরমনি সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

পূণ্যার্থীঃ- ঐ

ভিক্ষুঃ- সাধু-সাধু-সাধু ইমং তিসরনেন্ সহ পঞ্চশীলং ধর্মং সাধুকং সুরকখিতং
কত্তা অপ্রমাদেন শীলং সম্পাদেথ।

পূণ্যার্থীঃ- সাধু-সাধু-সাধু।

দান পর্ব
(বুদ্ধ মূর্তি দান ও প্রতিষ্ঠা)

ময়ং ভন্তে/ সংঘো ইমং বুদ্ধ বিম্বং সকেহি দেব মনুস্‌সেহি পূজনথায় ইমসিং
বিহারে দানং দেমি, পতিটঠাপেমি, ইদং মে পুএঃএঃ অনাগতে বোধিঞানং
পটিলাভায় সংবত্ততো নির্ঝানস্‌স পচ্ছয়ো হোতু।

দুতিয়ম্পি	”	”	”	”
ততিয়ম্পি	”	”	”	”(তিন বার)

অষ্ট পরিক্খার দান

ময়ং ভন্তে/সংঘো, ইদম্মে অটঠ পরিক্খারং দানেন অনাগতে এহি ভিক্ষু ভাবাযো
পচ্ছয়ো হোতু।

দুতিয়ম্পি	”	”	”	”
ততিয়ম্পি	”	”	”	”(৩ বার)

বৌদ্ধ ধৰ্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধৰ্ম কৰ্ম

সংঘ দান

মযং ভন্তে/ সংঘো, ইমং ভিকখং সপৱিকখৱং অনুত্তৱং ভিকখু সংঘস্স দানং দেমা
পূজেমা।

দুতিয়ম্পি	”	”	”	”
ততিয়ম্পি	”	”	”	”(৩ বার)

বিহাৱ দান

মযং ভন্তে/সংঘো ইমং বিহাৱং চতুদ্দিস্স আগতা অনাগতস্স অনুত্তৱং ভিকখ
সংঘস্স উদ্দিস্সে দানং দেমা, পতিটঠাপেমি, সংঘো যথা সুখং পৱিভূঞ্জন্তো।

দুতিয়ম্পি	”	”	”	”
ততিয়ম্পি	”	”	”	”(৩ বার)।

কঠিন চীৱৱ দান

মযং ভন্তে, সংঘো, ইমং কঠিন চীৱৱং অনুত্তৱং ভিকখ সংঘস্স দানং দেমা কঠিনং
অখাৱন্তুং।

দুতিয়ম্পি	”	”	”	”
ততিয়ম্পি	”	”	”	”(৩ বার)

পুদগলিক দান

মযং ভন্তে, ইমং খাদনীয়ং, ভোজনীয়ং আযমনত্তস্স (সামনেবস্স) ভিকখ
সংঘস্স দানং দেমা।

দুতিয়ম্পি	”	”	”	”
ততিয়ম্পি	”	”	”	”(৩ বার)

ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা

তিৱতেনেসু কায়েন বাত্তায় মনসাপিচ পমাদেন কতং ভন্তে সৰ্ব্ব দোসং খমন্ত মে।
তেসু কতঞ্চলি কম্মস্সানু ভাবেন সৰ্ব্বদা অজ্জন্তিকা চ বহিদ্ধা ৱোগা ছন্নবুতিবিধা।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

বিশুংস্ কস্ম করনা পঞ্চবীসতি ভেরবা, সোলসূপদ্ধবা চাপি দত্তং দোসা দসটঠ চ।
পঞ্চ বেরানি, চত্তরো অপায়া চ তযোপি চ কপ্পাচ ইতি সৰ্বে তে বিনসসন্ত
আসেসতো। ইচ্ছিং পথিতং চাপি খিল্লমেব সমিজ্জতু, দীঘং চ হোতু মে আয়ু
সংসারে সৰ্ব্ব জাতীসু। সংসারে সংসারন্তো চ লভিত্বা, লোকিখং সুখং, ন চিরং,
মগগং লদ্ধান নিৰ্ব্বানং পাপুনিহসাহং।

ভিক্ষু কর্তৃক আশীর্বাদ

ইচ্ছিং পথিতং তযহং খিল্লমেব সমিজ্জতু, পুরেত্তো চিত্ত সংকপ্পো, চন্দোপন্ন
রসোযথা। ইচ্ছিতং পথিতং তুযহং সৰ্বমেব সমিজ্জতু, পরেত্তো চিত্ত সংকপ্পো মনি
জ্যোতি রসোযথা। অভিবাদন সীলসং নিচ্চং বুড়তা পচাযিনো চত্তরো ধম্মা
বড্ঢন্তি আয়ু বম্মো সখং বলং। আয়ুরারোগ্য সম্পত্তি, সগ্গ সম্পত্তি মেব চ, যথা
নিব্বান সম্পত্তি ইমিনাতে সমিজ্জতুতি।

সূত্র পর্ব

পরিজ্ঞান প্রার্থনা (পুনর্থা কর্তৃক)

মযং ভন্তে, সংঘো, বিপত্তি পটিবাহায়া, সৰ্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া, সৰ্ব দুকখ
বিনাসায়, সৰ্ব ভয় বিনাসায়, সৰ্ব রোগ বিনাসায়, সৰ্ব অন্তরায় বিনাসায়, সৰ্ব
উপদ্রব বিনাসায়, ভবে দীঘায়ু দায়কং চিত্তং উজ্জুং করিত্তান পরিত্তং ব্রথ মঙ্গলং।

ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক সূত্র পাঠ

দেবতা আমন্ত্রন (ভিক্ষুগণ কর্তৃক) সমস্ত চক্ৰবালেসু অত্রাগচ্ছন্ত দেবতা, সদ্ধম্মং
মনিরাজস্ সুনন্ত সল্লমোকখদং ধম্ম সবন কালো অযং ভদন্তাতি। (৩ বার)

বিশেষ দেবতা আহবান (ভিক্ষুগণ কর্তৃক)

যে সত্তা সন্তুচিত্ত তিসরন সরনা এথ লোকোত্তরে বা ভূম্মা ভূম্মা চ দেবা গুণগন
গহন ব্যাবটা সৰ্ব কালং, এতে আয়ান্ত দেবা বরকনকমযে মেরুরাজে বসন্তো
সন্তো, সন্তোসহেতং মনিবর বচনং সোতুমগ্গ সামগ্গং।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

বিভিন্ন সূত্রপাঠ (ভিক্ষুগণ কর্তৃক)

- ১। দেবতাগণকে পূণ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা
- ২। বুদ্ধ শাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা
- ৩। দেবগণের নিকট রক্ষা প্রার্থনা
- ৪। মহামঙ্গল সুত্তং
- ৫। রতন সুত্তং
- ৬। করণীয় মেত্ত সুত্তং
- ৭। জিন পঞ্জর গাথা
- ৮। জয় মঙ্গল অট্ট গাথা
- ৯। বোদ্ধঙ্গ পরিবৃত্তং

উৎসর্গ পর্ব

উৎসর্গ ও বিবিধ সূত্র পাঠ

যেই পূন্যফল লাভের উদ্দেশ্যে ও সংকল্পে যাবতীয় বস্তুদান তথা নানাবিধ ফলমূল, খাদ্য-পানীয়, দানীয় সামগ্রী, ধর্মানুষ্ঠান ও পূণ্যকর্ম, সেই পূণ্যার্থীগণ যাহাতে পূণ্যকর্মের ফল প্রাপ্ত হন এবং দুর্গতি হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং সকল সত্ত্বগণ, দেব ব্রহ্মগণ যাহাতে এই দান অনুমোদন করেন, তজ্জন্য বসুন্ধরাকে স্বাক্ষী করে, জল ঢেলে যে সূত্রপাঠ করা হয় তাহাকে উৎসর্গ ও পূণ্যদান বলা হয়। এই পূজা ও দান বিভিন্নভাবে উৎসর্গ করার বিধান প্রচলিত রয়েছে, নিম্নে এসবের ধারাবাহিক বিবরণঃ-

বুদ্ধ পূজা উৎসর্গ

নমোত্স ভগবতো অরহতো সম্মাসুন্ধস্স (৩ বার) ইতিপি সো ভগবা, অরহং সম্মা-সম্মাসুন্ধস্স বিজ্জাচরণ সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুত্তরো পরিসদম্ম সারথি সখাদেব মনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা। ইতিপি নিরোধ সমাপত্তিতো

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

উটঠহিত্তা বিয় নিসিন্ধস্ ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্ স্বাকথাতো ভগবতো ধম্মো, সুপটিপন্নো যস্ ভগবতো, সাবকসজ্জো, তম্হং ভগবত্তং সধর্মং সসংঘং ।

ইমেহি পুপফেহি, ইমেহি, উদকেহি ইমেহি সুগন্ধেহি, ইমেহি আহারেহি, ইমেহি নানা বিধেহি, ফল মূলেহি, ইমেহি মধূহি, ইমেহি অগ্গীহি, ইমেহি তাম্বলেহি, আগ্গীহি ইমেহি পূজেমি, পূজেমি পূজেমি ।

ইদং নানা বিধেহি পূজো পচারেহি, পূজানু ভাবেন বুদ্ধ, পচ্ছেক বুদ্ধ, অগগসাবেক, মহা সাবক অরহত্তানং স্বভাব শীলং, অহম্পি তেসং অনুবত্তকো হোমি । ইদং পূজোপচারং ইদানি বন্নেনপি সুবন্নং গন্ধেনপি সুগন্ধং সষ্ঠানেনপি সুসষ্ঠানং খিঞ্জমেব ছুবন্নং দুগগন্ধং দুস্ সষ্ঠানং অনিচ্ছতং পাপুনিস্ সতি ।

এবমেব সর্বে সংখারা অনিচ্ছা, সর্বে সংখারা দুকখা, সর্বে ধম্মা অনত্তাতি । ইমিনা বন্দনা মানন পূজাপটিবত্তি অনুভাবেন অসবকখায় বহং হোতু সর্ব দুকখা সর্ব ভয়, সর্ব রোগ, সর্ব অন্তরায়, সর্ব উপদ্রবা সর্ব দলিদ্দ পমুৎকুস্ত্র নিক্কানস্ পচ্চয়ো হোতুও

বোধিবুদ্ধ উৎসর্গ

ইমং বোধিরুকখং সর্বেহি দেবমনুসসেহি পূজানাথায় বুদ্ধং পূজেমি । ইদং মে পুণ্ড্রং অনাগতে বোধিণ্ড্রং পট্টাভায় সংবত্ততু নিক্কানস্ পচ্চয়ো হোতু । (৩বার)

সহস্র প্রদীপ উৎসর্গ

ইতিপি নিরোধ সমাপত্তিতো উটঠহিত্তা নিসিন্ধস্ বিথ ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্ ইমিনা সহস্ প্রদীপেন বুদ্ধং পূজেমি । (৩ বার)

স্মৃতি মন্দির উৎসর্গ

ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মা সম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণ সম্পন্নো সুগতো লোকবিদু অনুত্তরো পুরিস ধম্ম সারথি সথা দেব মনুস্ সানং বুদ্ধো ভগবা । ইমেহি

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

শুণ শ্রুনেহি সমুপেতং তং ভগবন্তং ইমিনা চেতিযমেহন পূজেমি, পূজেমি, পূজেমি ।

ইমং পুণ্ড্রাণিসংঘং মম পরলোকগত (পিতৃস্ব মাতৃস্ব)উদ্দিসসে নিয়্যাদেমি । সো ইমং পুণ্ড্রাণিসংঘং অনুমোদিত্বা ভবাভবে সৰ্ব সুখ সম্পত্তি অনুভবিত্বা পচ্ছা নিব্বান সম্পত্তি পাপুনতি ।

সৰ্ব সাধারণ দান অনুমোদন

মযং ভন্তে সংসার কান্তারো, সৰ্ব দুকখতো মোচনথায় নিব্বানং সচ্ছি করনথায়, কমঞ্চ কর্ম বিপকঞ্চ সদ্ধহিত্বা তিসরনেন সদ্ধিং পঞ্চ শীলানি সমাদায়িত্বা মম পরলোকগত ঐতি সমুহস্ব চ মম কল্যাণ মিত্তঞ্চ ইমানি সংঘ দানানি,অটঠ পরিকথার দানাদি পিত্ত দানানি, নানাবিধ দানবথানি, আয়ুসমন্তো দকখিনোদকং সিঞ্জেত্বা দানং দিন্নং তং যথা সুখং পরিভুঞ্জন্ত ।

কালগত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

মযং ভন্তে সংসার কান্তারো সৰ্ব দুকখতো মুঞ্জিত্বা নিব্বানং সচ্ছি করনথায় কমঞ্চ কর্ম বিপকঞ্চ সদ্ধহিত্বা তিসরনেন সদ্ধিং পঞ্চ শীলানি সমাদায়িত্বা মম পরলোকগতং পিতুনো/ মাতুয়া/ পিতামহস্ব, ভারিয়স্ব/ পুত্ৰস্ব/ মাতাগমথ/ চুল্লাপিতং উদ্দিসসে এতানি দানবত্তুনি সদ্ধিং পিত্তপাতং দানং দিন্নং মম ঐতিগনো ইমং দানানি সংঘং লভিত্বা সৰ্ব দুকখতো পমুঞ্জন্ত অহম্পি বুদ্ধস্ব সাসনে সাবক সজ্জো,হত্বা বরং, নিব্বানং পাপুনিতং যামামি ।

জল ঢালা

ইদং বো ঐগাতীনং হোতু সুখীতা হোন্ত ঐগাতয়ো (তিনবার) উন্নমে উদকং বটং যথা নিন্নং পবত্ততি । এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকল্পতি । যথাবারি বহাপুরা পরিপূরন্তি সাগরং । এবমেব ইতোদিন্নং পেতানং উপকল্পতি । এত্তাবতা চ অমএহি সমত্তং পুণ্ড্রা সম্পদং সৰ্ব দেব, সৰ্ব সত্তা, সৰ্ব ভূতা, অনুমোদন্ত সৰ্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া । আকাসট্ঠা চ ভূমট্ঠা দেব নাগা

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

মহিদ্ধিকা, পুঞঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রকখন্ত বুদ্ধ সাসন চিরং বুদ্ধদেশনং
রকখনন্ত চিরংবকখন্ত অমহকধগ পরধগতি ।

ইমিনা পুঞঞ কম্মেন মা মে বালা সমাগমো সতং সমাগমো হোতু যাব
নিব্বান পত্তিয়া । (৩ বার)

কুদিটঠিয়া ন সংযুঞে, সংযুঞেহং সুদিটঠিয়া দানং সংযন্ত হোমি পসন্ন
লোক সন্নত । সুবন্নতা সুস্বরতা, সুসঠানং, সুরূপতা, অধিপচ্চা, পরিবারা,
লভিয়ুং, জাতি জাতিয়ং । ছল্হবি ঞ্ঞা মহাভেজ তান্তীর সাগরোপম । সৰ
ধম্মেন, সে খোহঙ ভবেয়ুং জাতি জাতিয়ং । দেব বসসন্ত কালেন সস্পত্তি
হেতুচ, যীতো ভবতু, রাজা চ লোক চ ভবতু ধম্মিকো । আসবকখায় বহং হোতু,
নিব্বানস্স পচ্চয়ো হোতু । (৩ বার)

পেত লোকে তিরচ্ছান নিরযো চ অবীচিতো

হীন কূলে ন জায়মি জাতি জাতি ভবাভবে ।

বসুন্ধরা দেবভূমি সন্ধিং কত্বা সমাগতা

ইদানি কুসল কন্ধানি তুমছে জান যা ।

বসুন্ধরা সাক্ষী হোতু ভবতু তিটঠতু ।

ইমিনা পুঞঞকম্মেন সৰে সত্তা সুখীতা হোন্ত

সৰ-দুক্খা পমুঞন্ত নিব্বানস্স পচ্চয়ো হোতুতি ।

বৌদ্ধ ধর্মে
গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

বিভিন্ন দানের ফলের বর্ণনা

১। বিহার দানের ফলঃ- ইহা বলা হইয়াছে। বুদ্ধ ছাড়া এই দানের ফল কেহ বর্ণনা করিতে সক্ষম নয়। যাঁহারা সংঘ উদ্দেশ্যে বিহার দান করিবেন তাঁহারা প্রকান্তরে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল, যশ, প্রজ্ঞাদান করিতেছেন ফলে দাতার দিবারাত্রি পূণ্যফল বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২। সংঘ দানের ফলঃ- অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘ। তাই উর্বর ক্ষেত্রতুল্য ভিক্ষু সংঘ, উৎকৃষ্ট বীজ সদৃশ পরিত্র দানীয় সামগ্রী। এই ত্রিবিধ সংযোগে দান দিলে দানের ফল অপ্রমেয় হয়।

৩। অষ্ট পরিক্খার দানঃ- প্রত্যেক বৌদ্ধ নর-নারীর জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও অষ্ট পরিক্খার দান দেওয়া একান্ত উচিত। এই অষ্ট পরিক্খার দান দেওয়ার সময় নিম্নের গাথাটি অবশ্যই বলতে হবে।

ইদম্মে পুএং অনাগতে এহিভিক্ষু ভাবায় পচ্ছয়ো হোতু এই পূণ্য ভবিষ্যতে আমার ঋদ্ধিময় ভিক্ষুত্ব লাভের হেতু হউক। উল্লেখিত হইয়াছে নারী অষ্ট পরিক্খার দান দিয়ে পুরুষ জন্ম লাভের প্রার্থনা করিলে তাহা লাভ হয়।

৪। কঠিন চীবর দানঃ- ভগবান বুদ্ধের উক্তি কোন দাতা অন্যান্য বস্ত্র যদি একশত বৎসর যাবৎ দান করে তথাপি তাহা একখানা কঠিন চীবর দানের ষোলভাগের একভাগ হয় না। ইহাকে দানোত্তম দান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

৫। ধর্মদানঃ- ত্রিপিটক লিখিয়া দান দিলে সেই দানের ফলের সমান অন্য কোন দান হতে পারে না। এজন্য ধর্ম দানকে সর্ব শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং ধর্মরসকে সর্ব রসের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পরিশিষ্ট

মহাকাৰুনিক বুদ্ধ, বিশ্বের সকল প্রাণীর সুখ-মঙ্গল ও দুঃখ মুক্তির জন্য যে মঙ্গলময় ধর্ম প্রচার করিয়াছেন- বিশ্বের অন্য কোন ধর্মের সঙ্গে এই ধর্মের তুলনা হয়না। বিশ্বের সকল প্রাণীর সুখ ও মঙ্গলের জন্য এই ধর্ম চিরকাল জগতে বিদ্যমান থাক এ সদা সর্বদা এই ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হোক, ইহা আমার এই জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কামনা। নিতান্ত নগন্য জ্ঞানে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দান, শীল, বন্দনা, উৎসর্গ ইত্যাদি বিষয়বস্তু লিখিত হইয়াছে, পরিশিষ্টে সেই সব বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি করিলাম। বিশ্বের সকল প্রাণী এই পৃথিবীতে জন্মধারণ করার পর হইতেই দুঃখের ঘূর্ণিবেতে নিপতিত হইয়া পুনর্পৌনিক জন্মধারণ ও মৃত্যুবরণ করিয়া অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করিতেছি। জন্মে সর্ব দুঃখের সৃষ্টি, প্রাণীকূল ভবতৃষ্ণার কারণে এই দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। একমাত্র বুদ্ধগণই মনুষ্যালোকে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বে মানবকূলকে জন্ম দুঃখ হইতে মুক্ত লাভের জন্য নির্বান প্রদায়ক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে যাহারা বৌদ্ধ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তারা পরম সৌভাগ্যবান। ভগবান বুদ্ধ মানবগণকে দুঃখ মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য চারি অপায়ে পতিতদের উদ্ধারের জন্য সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর যাবৎ জন্মদীপের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর মহান ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পতিতদের উদ্ধারের জন্য তিনি পূণ্যদান, পূণ্যানুমোদন ও উৎসর্গ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র দেশানায় যে বাণী প্রচার করেছেন নিম্নে তৎসম্পর্কে কতিপয় সূত্রের দেশনা সংক্ষিপ্তকারে বঙ্গানুবাদ করা হইলঃ

১। মহামঙ্গল সূত্রের নিদানঃ দেবমানবগণ সুদীর্ঘ বার বৎসর চিন্তা করিয়া কিছে মঙ্গল হয় তাহা নির্ধারন করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহদিগেকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা সম্যক সম্বুদ্ধের কাছে কিছে মঙ্গল হয় তাহা জানিতে চেয়েছ কি? তারা বলিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন তোমরা অগ্নিকে হয়ে করিয়া জোনাকীকে বড় মনে করেছ। তিনি বলিলেন তোমরা জগতের নিখিল মঙ্গলের নির্দেশক ভগবান বুদ্ধের নিকট কিছে মঙ্গল হয় তাহা জেনে এস। অতঃপর এক দেবতা দিব্য ভূষনে ভূষিত হইয়া, দিব্য জ্যোতি বিচ্ছুরিত ও পরিবৃত্ত দেবগণের সহিত

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

জেতবনে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক কিছে মঙ্গল হয় তাহা জনিতে চাহেন। অতঃপর বুদ্ধ তাদেরকে ৩৮ প্রকার মঙ্গল দেশনা করেন যাহা মহামঙ্গল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

২। প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তাঃ শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ ধর্ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কোন প্রার্থনা না থাকে, তাহার গতি অনির্দিষ্ট। আর যাহার কোন প্রকার প্রার্থনা আছে কিন্তু উক্ত পঞ্চ ধর্ম বিদ্যমান নাই তাহার গতিও অনির্দিষ্ট। শ্রদ্ধাদি পঞ্চ ধর্ম আর প্রার্থনা উভয়টি যাহার আছে তাহারই গতি নিবন্ধ অর্থাৎ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সে জন্য দাতাদের যে কোন পুণ্য কর্ম করিয়া একটি প্রার্থনা করা উচিত।

উল্লেখযোগ্য এই জন্য ও প্রার্থনা পর অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘ, দাতাগণকে, তোমার ইচ্ছেত ও প্রথিত বস্তু লাভ হোক বলিয়া আশীর্বাদ প্রদান করে থাকেন।

৩। পরিত্রাণঃ ভগবান বুদ্ধ মানব কল্যাণের জন্য যে সমস্ত মাস্তুলিক ধর্ম দেশনা করিয়া গিয়াছেন তাহা সূত্র ও পরিত্রাণ নামে অভিহিত। সুন্দর মঙ্গলার্থের সূচনা করে বলিয়া সূত্র এবং সমস্ত আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা বা ত্রাণ করে বলিয়া পরিত্রাণ উল্লেখযোগ্য বিপত্তি দূরীভূত হইয়া, সকল প্রকার সম্পত্তি সিদ্ধ হইবার জন্য এবং সর্ব প্রকার দুঃখ জন্ম-রোগ বিনাশের জন্যই আমরা পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করে থাকি। দ্বিতীয় চক্রাবালের সঙ্গে আকাশবাসী ও ভূমিবাসী যে সকল শাস্ত্রচিহ্ন ও ত্রিশরনাগত দোষভাগণ সততঃ পুণ্যকার্যে ব্যাপ্ত রয়েছেন তাঁহারাও সন্তোষের সহিত মুনিবর বুদ্ধের বাক্য শ্রবণের জন্য আসুন আমরা তাদেরকেও এজ্য আহ্বান করে থাকি।

৪। বুদ্ধ শাসনের উন্নতিও সুখ কামনাঃ বুদ্ধশাসনের এবং জগতের সতত শ্রীবৃদ্ধি হউক, দেবভাগণ বুদ্ধ শাসন ও জগতকে সর্বদা বশ করুন, সকলে নিজ নিজ পরিষদসহ সুখী হোক। স্বীয় জাতিবর্গসহ দুঃখ ও শত্রুবিহীন হউন এই সুখ কামনা করি।

৫। দেবভাগণের সমীপে রক্ষা প্রার্থনাঃ দেবগণ আমাদের চেয়ে পুণ্যবান এবং উচ্চতর প্রাণী তাই আমরা দেবগণের সমীপে নিম্নের প্রার্থনা করিঃ

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

রাজার অত্যাচার, চোর মানুষ, অমানুষ, অগ্নি, জল, পিশাচ, কন্টক, নক্ষত্র, বিসুচিকারেস, অসধর্ম, মিস্কাছবি পথন ব্যক্তি মনিধরসপ ভল্লক, শূকর মহিষ, যক্ষ, রাক্ষস শার্কুল প্রভৃতি হইতে ও নানাবিধ ভয়, নান প্রকার রোগ, নানা উপদ্রব হইতে দেবগণ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

৬। রত্ন সূত্র নিদানঃ ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৈশালী অতিশয় সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। কালের গতিতে অনাবৃষ্টির দরুন কৃষকগণের শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়া ভীষন দুর্ভিক্ষের করায় ছায়ার পতিত হইল। অনাহারে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইল, মৃতদেহ সংস্কার করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষ, রোগ ও অমনুষ্য উপদ্রব এই ত্রিবিধ ভয়ে বৈশালীবাসী প্রজাগণ রাজার নিকট তাহাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের প্রার্থনা করিলেন। এমন সময় কেহ কেহ বলিলেন জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার পদার্পনে আমাদের দুঃখ, রোগ-ভয় তিরোহিত হইবে। বুদ্ধ নাম শুনিয়াই তাঁহারা সকলে আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা ভগবানের চরণে উপনীত হইয়া প্রার্থনা করিলেন- ভগ্নে, আমাদের নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নগরে শুভ পদার্পন করে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন। তখন ভগবান সর্ব্বজ্ঞতা প্রভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন আমি যদি বৈশালীতে রত্ন সূত্র দেশনা করি তাহা হইলে ইহা কোটি শত সহস্র চক্রবালের রক্ষদত্ত সদৃশ হইবে এবং চুরাশী হাজার প্রানীর ধর্মবোধ হইবে। তিনি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহন করিলেন। উল্লেখযোগ্য ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক বৈশালীতে রত্ন সূত্র দেশনায় সকল ভয় উপদ্রব দুঃখ দুর্দশা বিদূরিত হয়।

৭। বোধ্যঙ্গ সূত্র নিদান : এক সময় রাজগৃহ নগরে ভগবান আবস্থান করিতে ছিলেন। সেই সময় ১২০ বৎসর পরমাযুলাভী আয়ম্মান মহাকাশ্যপ পিপলী বৃক্ষের নিম্নস্থ পর্বত গুহায় ছিলেন। একদা তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। ভগবান স্বয়ং গিয়া সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিভ্রাণ সূত্র পাঠ করায় তিনি রোগমুক্ত হন। একদা ভগবান স্বয়ং পীড়িত হইলে চুঙ্গ স্থবির বোধ্যঙ্গ সূত্র পাঠ করায় তাঁহার রোগ নিরাময় হয়। অনুরূপভাবে আয়ুস্কান মহা মোদগলান পীড়িত হইলে ভগবান স্বয়ং বোধ্যঙ্গ সূত্র পাঠে মহা মোদগলান রোগ মুক্ত হন।

৮। জিন পঞ্জর গাথা নিদান : সুদূর অতীতে দুইজন ব্রাহ্মণ যুবক ধ্যান সাধনার রত হন এবং ৪৮ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করার পর ও ধর্মচক্ষু উৎপন্ন না হওয়ায়

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

একজন বংশ রক্ষার্থে ধ্যান সাধনা ত্যাগ করে গৃহস্থ জীবনে ফিরে আসেন। তাঁহার এক পুত্র সন্তান হয়। তাহার পুরাতন বন্ধু তাপস ধ্যান সাধনার পর দেশে ফিরে এলে তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে তাপসের সঙ্গে দেখা করিতে যান। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে তাপসকে প্রণাম করিলে তাদেরকে দীর্ঘায়ু হও বলে আশীর্বাদ করেন। পরে ছেলেটির দ্বারা প্রণাম করাইলে তাপস কোন আশীর্বাদ করিলেন না। ব্রাহ্মণ তাপসকে কেন তিনি পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন না। এই জিজ্ঞাসা করাই, তাপস বলিলেন- পুত্র এক সপ্তাহের অধিক বাঁচিবেনা। অতঃপর ব্রাহ্মণ জ্ঞাতে চাইলেন ইহার উপায় কি? আমি জানিনা, এই ব্যাপারে মহাশ্রমণ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করার উপদেশ দেন। ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে। তিনিও স্বামী-স্ত্রীকে দীর্ঘায়ু হও বলে আশীর্বাদ করেন কিন্তু পুত্রকে কোন আশীর্বাদ করিলেন না। অতঃপর ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে অন্তরায় দূর করার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান তাঁহাকে ষোলজন ভিক্ষুকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে পরিত্রাণ সূত্র শ্রবণের উপদেশ দেন। ভিক্ষুগণ সপ্তাহব্যাপী পরিত্রাণ সূত্র পাঠ করিয়া বিহারে চলে গেলেন। সেইদিন ভগবান সারারাত পরিত্রাণ সূত্র পাঠ করিলেন। অষ্টম দিবসে ব্রাহ্মণ পুত্রকে দিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করাইলেন-বুদ্ধ দীর্ঘায়ু হও বলে আশীর্বাদ করিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের আয়ু কত কবে জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বলিলেন, ১২০ বৎসর। অতঃপর ছেলের নাম রাখা হয় দীর্ঘায়ু কুমার।

৯। পূর্বাঙ্ক সূত্রের নিদানঃ- ভগবান বুদ্ধ এই সূত্রের মাধ্যমে কায়-মন-বাক্যে, সকাল-দুপুর বিকালে সদাচারী হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছেন- ইহা তথাগত বুদ্ধের সার্বজনীন-সদাচার বৃত্তির উপদেশ দান।

১০। জয়মঙ্গল গাথার নিদানঃ- জয়মঙ্গল গাথা অনুসারে আটটি। এই সুললিত গাথাগুলি ছন্দো-বন্ধে-মিলাইয়া আবৃত্তি করিলে -ভক্তের প্রাণে- ধর্মামৃত পানের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। ইহা ভগবান বুদ্ধের জীবনের কতকগুলি অসামান্য ঘটনা-অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। একাগ্রতাহীন বিক্ষিপ্ত চিত্ত ব্যক্তির ধর্ম দর্শন হয় না, ধর্ম দর্শনের অভাবে সে দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে না।

১১। জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্য পূন্যদানঃ- এখন হইতে বিরানব্বই কল্পপূর্বে তিস্য ও ফুস্য নামে দুইজন বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ফুস্য বুদ্ধের পিতা ছিলেন রাজা মহেন্দ্র। রাজা মহেন্দ্র বলিতেন-আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

অগ্রশ্রাবক এবং পুরোহিত পুত্র-দ্বিতীয় শ্রাবক, কাজেই বুদ্ধই আমার। আমার ধর্ম এবং আমারি সংঘ। রাজার আরও তিন পুত্র ছিল। পুত্রগণ রাজা মহেন্দ্রের নিকট বড় ভাই ফুস্য বুদ্ধকে ৭ বৎসরের জন্য ভোজন করাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। রাজা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাজ মাত্র তিন মাসের জন্য অনুমতি দিলেন। উল্লেখযোগ্য তিন পুত্রের অগাধ ধন সম্পদ ছিল। তাঁরা বুদ্ধ তথা ভিক্ষু সংঘের ভোজনের জন্য ধন ভান্ডার খুলিয়া দিল। ভিক্ষু সংঘের পরিচর্য্যার জন্য যে কার্য্যকারক ছিল-তাহাদের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল চুরাশি হাজার। এরা ভিক্ষু সংঘের জন্য প্রস্তুতকৃত লোভনীয় খাওয়ার লোভ সামলাতে পারিত না। ভিক্ষু সংঘের খাওয়ার আগেই তারা খাইয়া ফেলিত। এই পাপের ফলে তারা মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল। রাজপুত্রগণ সহস্র পরিজন সহ কাল প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে জলধারণ করিলেন এবং কালক্রমে জন্ম জন্মান্তর বিরানব্বই বৎসর অতিবাহিত হইল। তাহাদের কর্মচারীগণও চারি বুদ্ধান্তর প্রেতলোকেই উৎপন্ন হইল। তাহারা ভদ্রকল্পের চল্লিশ হাজার বছর আয়ু সম্পন্ন ককুমন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল- ভগবান আমাদের আহার লাভের সময় বলুন। আমার সময়ে পাইবে না যখন কোনাগমন বুদ্ধ জন্মিবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও। তাহারা কোনাগমন বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল-তিনি বলিলেন আমার সময় পাবে না, কাশ্যপ বুদ্ধ জন্মিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। কাশ্যপ বুদ্ধ জন্মিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তিনি বলিলেন আমার সময়ে পাবে না। যখন গৌতম বুদ্ধ জন্মাবেন তাহার নিকট জিজ্ঞাসা কর। সেই সময় তোমাদের জ্ঞাতি বিম্বিসার নামে রাজা হইবেন। তিনি শাস্তাকে দান দিয়া দান জনিত পুণ্যফল তোমাদেরকে প্রদান করিবেন, তখনই তোমরা আহার পাইবে।

তথাগতের আর্বিভাবের পর-রাজা বিম্বিসার প্রথম দান দিলেন। সেদিন পুণ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় রাতের বেলা বিকট চীৎকার করিতে করিতে তাহারা রাজাকে দেখা দিল। পরদিন তিনি বেনুবনে আসিয়া তথাগতকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তথাগত বুদ্ধ বলিলেন, মহারাজ এই হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বের ফুস্য বুদ্ধকালে ইহারা আপনার জ্ঞাতি ছিল। ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্য প্রস্তুতকৃত দানীয় বস্তু খাইয়া ইহারা প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। গত কল্য আপনি দান করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাদিগকে পুণ্যফল প্রদান করেন নাই। সেজন্য ইহারা বিকট শব্দ করিয়া দেখা দিয়াছে। রাজা বলিলেন, এখন দিলে

বৌদ্ধ ধর্মে গৃহী বিনয় বিধান ও ধর্ম কর্ম

পাইবে কি? বুদ্ধ বলিলেন হ্যাঁ মহারাজা। রাজা পরদিবস ভিক্ষু সংঘ প্রমুখকে মহাদান দিয়া কহিলেন-এই পূণ্যফলে আমাদের প্রেতজ্ঞাতিগণ- দিব্য অনু পানীয় লাভ করুক। ইহার দ্বারা তাহাদের অনাহার দুঃখ অবসান হইল। পরদিন তাহারা নগ্ন অবস্থায় পুনঃ রাজাকে দেখা দিল। রাজা ভগবানকে বিষয়টি অবগত করিলে ভগবান বলিলেন আপনি বস্ত্রদান জনিত পূণ্যদান করেন নাই। পর দিবস রাজা ভিক্ষু সংঘকে চীবর দান করিয়া বলিলেন, ইহাতে তাহাদের দিব্য বস্ত্র লাভ হউক। ইহার পর তাহারা প্রেতকায়া ছাড়িয়া দিব্য কায়া গ্রহন করিল। শাস্তা পূন্যানুমোদন ধর্ম দেশনা কালে তিরোকুডড সুদ্রানুসারে প্রেতাত্মার অবস্থা বর্ণনা করিলেন। ইহার পর হইতে জ্ঞাতিপ্রেতগণের উদ্দেশ্য -পূন্যদান ও উৎসর্গ সুত্র পাঠের বিধান প্রচলিত রহিয়াছে। পরিশেষে বুদ্ধবাণী সম্পর্কে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তথাগত বুদ্ধগণ দেশনা করিলে সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মই দেশনা করেন; ধর্ম কথা বলিলে- চতুরার্য্য সত্যের কথাই বলেন, শিক্ষা দিলে অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ শিক্ষাই দিয়া থাকেন। অনুশাসন করিতে গিয়া অপ্রমত্তভাবে বাস করিবার জন্য অনুশাসন করে থাকেন। জগত কেবলমাত্র একজন বুদ্ধের ভার বহনে সক্ষম, তাই জগতে এক সঙ্গে দুইজন বুদ্ধ আবির্ভূত হন না, ইহা উল্লেখ আছে যে, ৫০০০ বছর পর প্রথমে ত্রিপিটক শাস্ত্র, দ্বিতীয় শীলাচার, তৃতীয় মার্গফল, চতুর্থ শ্রামন্য বেশ, পঞ্চম ধাতু অর্ন্তদ্বান হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবী হইতে অবলুপ্ত হইবে। ইহাও উল্লেখ আছে যে, এই ভদ্র কল্পে আর্য্যমিত্র বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন এবং তিনি এক দিনের সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, দুঃখ হইতে মুক্ত হোক।

সমাণ্ত